

বাংলাদেশ নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯

বায়ু দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমানের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষায় প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮-ক অনুযায়ী পরিবেশ সুরক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি; এবং

যেহেতু দেশের বিভিন্ন অংশে পরিবেষ্টক বায়ুমান (Ambient Air Quality) আশংকাজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহা পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য এবং নাগরিকের জীবন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ; এবং

যেহেতু জাতীয় মান, নিয়ম এবং যৌক্তিক ব্যবস্থা নির্ধারণের মাধ্যমে বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণ করত: জনগণের বিশুদ্ধ বাতাস সেবনের অধিকার, জীবন, সম্পত্তির ও পরিবেশের উপর অধিকার রক্ষাকল্পে আইন প্রণয়ন জরুরি হইয়া পড়িয়াছে,

সেহেতু, কঠোর নিয়ন্ত্রণ (vigorous control), পরিশুদ্ধ প্রযুক্তি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ ও প্রশমনকল্পে এই আইন প্রণীত হইল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং ভূমিকা।-(১) এই আইনটি নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আইনটি অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(ক) “পরিবেষ্টক বায়ুমান” বলিতে কোনো অঞ্চলে বাতাসের মান এবং বায়ুমণ্ডলে বাতাসের গড়মানকে বুঝাইবে যাহা দূষণের উৎসে নিঃসরিত বায়ুমান হইতে ভিন্ন;

(খ) “উপদেষ্টা পরিষদ” বলিতে এই আইনের ১১ ধারায় উল্লেখিত জাতীয় বায়ু দূষণ উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে;

(গ) “বায়ু দূষক” বলিতে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক হইতে পারে বাতাসে উপস্থিত এমন সকল বস্তুকে বুঝাইবে;

(ঘ) “বায়ুদূষণ” বলিতে জনস্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যহত করে এমন কোন বায়ু দূষকারী উপাদান দ্বারা গৃহাভ্যন্তর ও বাহিরের বায়ুর দূষণকে বুঝাইবে;

- (ঙ) “বায়ুমান উন্নতকরণ তহবিল” বলিতে এই আইনের ২০ ধারা মতে সৃষ্ট তহবিলকে বুঝাইবে;
- (চ) “এয়ারশেড” বলিতে এমন অঞ্চলকে/এলাকাকে বুঝাইবে যেখানে বায়ুর একই প্রবাহ থাকে এবং বায়ু একই সাথে দূষিত ও নিশ্চল হইতে পারে;
- (ছ) “বিষাক্ত বায়ু উপাদান” বলিতে এই আইনের ৫ ধারার অধীন প্রজ্ঞাপিত তফসিলে উল্লেখিত উপাদানকে বুঝাইবে;
- (জ) “অনুমোদিত জ্বালানি” বলিতে এই আইনের ৫ ধারায় প্রজ্ঞাপিত তফসিলে বর্ণিত নির্ণায়কের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানি বুঝাইবে;
- (ঝ) “নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক” বলিতে এই আইনের ৯ ধারায় ঘোষিত কোন যন্ত্রপাতি অথবা কর্মকাণ্ডকে বুঝাইবে;
- (ঞ) “অধিদপ্তর” বলিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-র ৩ ধারা মোতাবেক গঠিত পরিবেশ অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;
- (ট) “মহাপরিচালক” বলিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে;
- (ঠ) “নিঃসরণ” বলিতে কোন সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, চলমান, স্থির, গৃহাভ্যন্তরীণ বা বাহিরের উৎস হইতে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত কোন বায়ু দূষক, গ্যাসের প্রবাহ বা অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দকে বুঝাইবে;
- (ড) “নিয়ন্ত্রণাধীন নিঃসরণ সনদ” বলিতে এই আইনের ৮ ধারায় বর্ণিত সনদকে বুঝাইবে;
- (ঢ) “গ্রীণহাউস গ্যাস” বলিতে বায়ুমণ্ডলে থাকা সে সকল নৃতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক গ্যাসীয় উপাদানকে বুঝাইবে যাহা বিকিরণ, শোষণ ও পুনঃ নিঃসরণ করে, যেমন-কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত অন্যান্য সকল গ্যাসকে বুঝাইবে;
- (ণ) “স্বাক্ষিপূর্ণ বর্জ্য” বলিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ২(ককক) ধারায় সংজ্ঞায়িত বর্জ্যকে বুঝাইবে;
- (ত) “শিল্প কারখানা” বলিতে শিল্প ও বাণিজ্যে কাজে ব্যবহৃত স্থাপনা বুঝাইবে যাহা বায়ুমণ্ডলে বায়ু দূষক নিঃসরণ করিয়া থাকে;
- (থ) “অভ্যন্তরীণ জাহাজ” বলিতে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ২(ঙ) ধারায় সংজ্ঞায়িত জাহাজকে বুঝাইবে;
- (দ) “স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান” বলিতে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

- (খ) “তালিকাভুক্ত কার্যক্রম” বলিতে এই আইনের ৮ ধারায় উল্লেখিত কার্যক্রমকে বুঝাইবে;
- (ন) “ইঞ্জিন/চালনা শক্তি” বলিতে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ২(২০) ধারায় সংজ্ঞায়িত ইঞ্জিন/চালনা শক্তিকে বুঝাইবে;
- (প) “চলমান উৎস” বলিতে চিহ্ননযোগ্য এমন একক বায়ু দূষক উৎসকে বুঝাইবে যাহা কোন স্থির অবস্থান হইতে নিঃসরণ করেনা;
- (ফ) “মোটরযান” বলিতে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর ধারা ২(২৯)-এ সংজ্ঞায়িত মোটরযানকে বুঝাইবে;
- (ব) “জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” বলিতে এই আইনের ৬ ধারায় বর্ণিত পরিকল্পনাকে বুঝাইবে;
- (ভ) “জাতীয় বায়ুমান প্রতিবেদন” বলিতে এই আইনের ১৫ ধারায় বর্ণিত প্রতিবেদনকে বুঝাইবে;
- (ম) “অ-অর্জিতএলাকা/অঞ্চল” বলিতে বায়ু দূষকের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিবেষ্টক বায়ুমানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এই আইনের ৭ ধারা অধীন অ-অর্জিত এলাকাকে/অঞ্চলকে বুঝাইবে;
- (য) “অ-অর্জিত এলাকার/অঞ্চলের বায়ুমান উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা” বলিতে এই আইনের ৭ ধারায় উল্লেখিত পরিকল্পনাকে বুঝাইবে;
- (র) “নির্দিষ্ট উৎস” বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের এমন উৎসকে বুঝাইবে যাহা একক চিহ্ননযোগ্য উৎস বা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত নহে এবং যাহা মরু, বন, খোলা আগুন, খনি কার্যক্রম, কৃষি কার্যক্রম ও মজুদকে অন্তর্ভুক্ত করে;
- (ল) “দুর্গন্ধ” বলিতে এই আইনের ৫ ধারায় বর্ণিত মানমাত্রা অতিক্রম করে এমন অস্বস্তিকর গন্ধ বুঝাইবে;
- (শ) “ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ” বলিতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২(বি) তে সংজ্ঞায়িত দ্রব্যসমূহকে বুঝাইবে;
- (ষ) “নির্দিষ্ট উৎস” বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের এমন উৎসকে বুঝাইবে যাহা এককভাবে চিহ্ননযোগ্য উৎস এবং যাহা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত;
- (স) “দূষণ” বলিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ২(খ) ধারায় প্রদত্ত দূষণের সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

(হ) “দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র” বলিতে বায়ু দূষণ রোধ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে ব্যবহৃত এমন কোন যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতিকে বুঝাইবে যাহা দ্বারা কোন চিহ্নিত দূষণ উৎসের নিঃসরণের মাত্রা অধিদপ্তরের বায়ু দূষণ মানমাত্রার বায়ু দূষক সীমার মধ্যে রাখা হয়;

(ড়) “দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি” বলিতে এমন দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, জ্বালানি প্রজ্জ্বলন প্রক্রিয়া বা অন্য কোন মাধ্যম বুঝাইবে যাহা কার্যকরীভাবে নিঃসরণ বা নির্গমন প্রতিরোধ বা হ্রাস করে;

(ঢ়) “দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা” বলিতে এই আইনের ১০ ধারায় উল্লেখিত পরিকল্পনা বুঝাইবে;

(য়) “প্রধান বায়ুদূষক” বলিতে এই আইনের ১০ ধারায় ঘোষিত দূষকসমূহকে বুঝাইবে;

(কক) “অর্জনীয় মানমাত্রা/সম্পাদনযোগ্য মানমাত্রা” বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের সেই মানমাত্রাকে বুঝাইবে যাহা নিঃসরণ হ্রাসকরণে সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং যাহা ব্যয় সাশ্রয় ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবেশের ও জনস্বার্থের প্রভাব বিবেচনায়, নিঃসরণের গ্রহণযোগ্য সীমার প্রতিফলন ঘটায়;

(খখ) “ছিন্ন উৎস” বলিতে কোন দালান বা চলমান নয় এমন কাঠামো, সুবিধাদি বা স্থাপনা বুঝাইবে যাহা হইতে বায়ু দূষক নির্গত হয় বা হইতে পারে;

৩। নীতিসমূহের ঘোষণা।- পূর্ব সতর্কতামূলক (precautionary), টেকসই উন্নয়ন (sustainable development) এবং দূষকারী কর্তৃক ব্যয়ভার বহন (polluter pays) সংক্রান্ত নীতিসমূহ দ্বারা এই আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা নির্দেশিত হইবে।

অথবা

এই আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব সতর্কতামূলক (precautionary), টেকসই উন্নয়ন (sustainable development) এবং দূষকারী কর্তৃক ব্যয়ভার বহন (polluter pays) সংক্রান্ত নীতিসমূহ অনুসৃত হইবে।

৪। অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।-(১) এই আইনের বিধানাবলী মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৮ (খসড়া), ওজন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪, বাংলাদেশ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭, বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১, বাংলাদেশ জাহাজ ভাঙা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০১১ সহ অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালার অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী এবং এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ বাংলাদেশের জন্য বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, বায়ু দূষণ সংক্রান্ত এমন সকল আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

(৩) সরকার উপধারা (২) এ উল্লেখিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির বাধ্যবাধকতার সহিত সামঞ্জস্যতা বজায় রাখিয়া, গ্রীনহাউজ গ্যাস, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বস্তুসমূহ, ক্ষতিকর বায়ু দূষক, স্থায়ী জৈব দূষক (POPs) এবং অন্যান্য বায়ু দূষক প্রতিরোধ ও হ্রাসকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং একটি পরিপূর্ণ বায়ুদূষণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে সরকার, বায়ুদূষকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে, এবং এই আইন বলবৎ হইবার এক বছরের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানমাত্রা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং নির্ণায়ক/মানদণ্ডসমূহ নির্ধারণ করিবে-

(ক) গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুমানমাত্রাসহ জাতীয় পরিবেষ্টক বায়ুর (Ambient Air Quality) মানমাত্রা;

(খ) পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অর্জনের পদ্ধতি, ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া;

(গ) বায়ু দূষণের স্থির এবং চলমান উৎসসমূহসহ অন্যান্য বায়ু দূষকের জন্য জাতীয় অর্জনীয় মানমাত্রাসমূহ;

(ঘ) স্থির, চলমান, সুনির্দিষ্ট (point), অনির্দিষ্ট (non-point) ও অন্যান্য উৎস হইতে নিঃসরণ পরিহার, নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাসকরণের পদ্ধতি, ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াসমূহ;

(ঙ) অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চল (non-attainment area) এবং নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক (controlled emitters) নির্ধারণের মানদণ্ড;

(চ) বায়ুমান পরীক্ষণ, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বায়ুমান সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম, মানমাত্রা ও প্রক্রিয়া;

(ছ) এই আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং সমন্বয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ;

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি;

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং তাহাদের অংশগ্রহণে প্রস্তুত হইবে।

(৩) উপধারা ১(গ) এ উল্লেখিত অর্জনীয় মানমাত্রাসমূহে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাটা, সিমেন্ট, বয়লার, ইস্পাত, লৌহ ও ঢালাই, এ্যালুমিনিয়াম, বস্ত্র, কাগজ, চামড়া, ঔষুধ, শোধনাগার, সার, ব্যাটারী, রাসায়নিক, সিরামিক, কাঁচ, বর্জ্য চুল্লি, কাঠ কয়লা, জাহাজ ভাঙ্গা, টায়ার পাইরোলাইসিস শিল্পকারখানা সহ স্থির উৎসসমূহের জন্য নিঃসরণের জাতীয় অর্জনীয় নিঃসরণ মানমাত্রা (national emission standards of performance for stationary sources);

(খ) যানবাহন, ইঞ্জিন শক্তি, অভ্যন্তরীণ নৌযান, নন-রোড ইঞ্জিনসহ চলমান উৎসসমূহের জন্য নিঃসরণের জাতীয় অর্জনীয় নিঃসরণ মানমাত্রা (national emission standards of performance for mobile sources);

(গ) জ্বালানির ও সংযোজনসমূহের জাতীয় মানমাত্রা;

(ঘ) বিষাক্ত বায়ু উপাদান, গন্ধ, ধূলা-বালির মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

(৪) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য সকল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও মানমাত্রাসমূহ অনুসৃত হইবে এবং তাহা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে;

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, সময়ে সময়ে মানমাত্রাসমূহ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ সংশোধন করিতে পারিবে;

(৬) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধান সংস্থা হিসাবে মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবে এবং এই আইনের ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারাসমূহের অধীনে প্রণীতব্য পরিকল্পনাসমূহের মাধ্যমে তাহা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৬। জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।-(১) সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং এই আইনের ৫ ধারার অধীন প্রস্তাবিত মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া অধিদপ্তর, এই আইন বলবৎ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে সময়ভিত্তিক একটি জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করণীয় সুনির্দিষ্ট থাকিবে-

(ক) কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো;

(খ) চলমান, সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট উৎস এবং চিমিনিসহ স্থায়ী উৎস হইতে নিঃসরিত বায়ুর কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(গ) গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুমানের (indoor air quality) কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ দূষক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম চর্চাসমূহের স্বীকৃতি ও প্রচার;

(চ) পরিচ্ছন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রক্রিয়াসমূহ;

- (ছ) যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং পথচারী সুবিধাদিসহ পরিবহন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা;
- (জ) বায়ুমান পরীক্ষা;
- (ঝ) বায়ুমান এর বিষয়ে সচেতনতা, শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা;
- (ঞ) বায়ুদূষণ বিষয়ে গবেষণা এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ;
- (ট) বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা;
- (ঠ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই আর্থিক ব্যবস্থা;
- (ঢ) বায়ুমানের উন্নয়ন এবং কার্যকরীভাবে দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যবস্থাসমূহ।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপধারা (১) এ উল্লেখিত পরিকল্পনায় ধারা ৫ এ উল্লেখিত মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকরী বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) পরিকল্পনাটিতে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ধারা ৫(৩) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে করণীয়সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) পরিকল্পনাটিতে উল্লেখিত করণীয়সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে-

(ক) নিষেধাজ্ঞা, প্রচলিত পণ্য ও বিদ্যমান প্রক্রিয়ার ক্রমান্বয় অপসারণ, বিকল্প পণ্য বা প্রক্রিয়া প্রচলন, স্থায়ী উৎসের নির্মাণে নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন আনয়ন;

(খ) কোন উৎস বা অন্য ধরনের নিঃসরণ কার্যক্রমের এমন মাত্রার নিঃসরণের উপর নিষেধাজ্ঞা যাহা অর্জিত এলাকায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলিবে অথবা পরিকল্পনা অনুসারে বায়ুমানের অবনতিরোধে বা বায়ুর স্বচ্ছতা/দৃশ্যমানতা রক্ষায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে।

(৫) দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে পরিকল্পনাটিতে এয়ারশেড চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত এয়ারশেডসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (১) তে বর্ণিত পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

(৭) উপধারা (১) এ উল্লেখিত পরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বৎসরে পুনঃনিরীক্ষিত হইবে।

৭। অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চল এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা/অঞ্চল ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা কোনো এলাকাকে/অঞ্চলকে অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চল অথবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ এলাকা/অঞ্চল ঘোষণা করিতে পারিবে যদি সরকার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) এলাকাটিতে/অঞ্চলটিতে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতেছে অথবা এমন পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে যাহা ঐ এলাকা/অঞ্চলের পরিবেষ্টক বায়ুমানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করিতেছে বা করিতে পারে; এবং

(খ) পরিস্থিতি সংশোধনে/নিয়ন্ত্রণে এলাকাটিতে/অঞ্চলটিতে সুনির্দিষ্ট বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(২) সরকার উপধারা (১) এর অধীন কোনো ঘোষণা প্রদান করিলে, অধিদপ্তর সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে একটি সময়ভিত্তিক অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চল বায়ুমান উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করিবে এবং অনুমোদনের জন্য তাহা ছয় মাসের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লেখিত কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে মানমাত্রা অতিক্রান্তের দিনের সংখ্যা কমানো ও পরিবেষ্টক বায়ুমান অর্জন এবং সে লক্ষ্যে পরিকল্পনাটি প্রযোজ্য এলাকার/অঞ্চলের বায়ুমানের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ে আলোকপাত করিবে।

(৪) কর্মপরিকল্পনাটিতে-

(ক) বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রান্তের দিনের উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার/অঞ্চলের শ্রেণিবিন্যাস করিবে;

(খ) জরুরি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা এবং ধারা ৫ ও তফসিলে বর্ণিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি চিহ্নিত করিবে;

(গ) শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া দূষণ উৎসসমূহ বন্ধ এবং/বা স্থানান্তর এবং বায়ু দূষণের উৎস হইতে পারে এমন নতুন শিল্প স্থাপন বা কার্যক্রম শুরু নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) বিকল্প পণ্য, পরিস্কার/পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট এলাকার বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় বর্ধিত করিবে;

(চ) পরিকল্পনা পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বহুমুখি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৫) ৪(চ) ধারায় উল্লেখিত কমিটিতে অ-অর্জিত এলাকা/বিশেষ নিয়ন্ত্রণ এলাকায় উপস্থিতি রহিয়াছে উপদেষ্টা পরিষদের এমন সকল সংস্থার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকিবে।

(৬) অ-অর্জিত এলাকার/অঞ্চলের বায়ুমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি ও নির্দেশনাবলী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(৭) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো ঘোষণা পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বায়ুমান পর পর দুই বৎসর পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(৮) উপধারা (৭) মোতাবেক কোন ঘোষণা প্রত্যাহার করা হইলে উপধারা (২) মোতাবেক গৃহিত পরিকল্পনা বাতিল হইবে।

(৯) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিরল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সংস্কৃতিক আবেদন সম্পন্ন বা বিশেষ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা গ্রহণের দাবি রাখে এমন এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর অধীন লাল তালিকাভুক্ত শিল্প ও প্রকল্প স্থাপনে এবং এই আইনের তফসিল ৭-এর তালিকাভুক্ত কার্যাদির উপর বিধি নিষেধ বা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

(১০) সরকার, উপধারা (৯) এ উল্লেখিত এলাকাসমূহে, বায়ু দূষনকারী বিদ্যমান লাল তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাাদি গ্রহণ করিতে এবং/অথবা প্রয়োজনে ঐ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লেখিত এলাকাসমূহ হইতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮। বায়ু দূষণকারী কর্মকাণ্ডের তালিকা এবং ব্যবস্থাপনা।-(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিবেশগত অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ক্ষতিকর বা ক্ষতিকর হইতে পারে, বায়ু দূষণকারী এমন কর্মকাণ্ডসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত প্রজ্ঞাপনে ইহা কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ থাকিবে এবং, তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ড হইতে নিঃসরণ-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম নির্গমন মানমাত্রা স্থির করা থাকিবে যাহা নির্ধারিত সময়ে অর্জন করিতে হইবে; সে লক্ষ্যে এরূপ মানমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) নিঃসরণ হইতে পারে এমন পদার্থের বা পদার্থের মিশ্রনসমূহের নিঃসরণের অনুমোদনযোগ্য মাত্রা, পরিমাণ, হার অথবা ঘনত্ব; এবং

(খ) নিঃসরণসমূহ পরিমাপ পদ্ধতি।

(৩) সরকার সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে যথাযথ পরামর্শক্রমে উপধারা (১)-এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

(৪) অধিদপ্তর উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্রে বায়ু দূষণ রোধের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাাদির শর্ত যোগ করিতে, অথবা নিয়ন্ত্রনাধীন নিঃসরণ সনদ প্রদান করিতে অথবা তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দাখিল করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর ৬ ধারার অধীনে গৃহিত পরিকল্পনায় বর্ণিত ব্যবস্থাাদি ছাড়াও প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট পণ্য, পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরত বিকল্প গ্রহণে অথবা নির্মাণ বা স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৭) উপধারা (১)-এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় নতুন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা কোন কার্যাবলী অপসারণ করিয়া বা বা অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্তন করিয়া তালিকাটি সংশোধন করা যাইবে।

৯। নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক-এর ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।-(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা যে কোন যন্ত্রপাতি, ডিভাইস বা কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে যদি ঐ সকল যন্ত্রপাতি, ডিভাইস বা কার্যক্রম এমন বায়ুমণ্ডলীয় নিঃসরণ ঘটায় যাহা জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ।

(২) সরকার সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে যথাযথ পরামর্শক্রমে উপধারা (১)-এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সরকার প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন দেশীয় বাধ্যবাধকতাসমূহ বিবেচনায় নিবে এবং সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্যাদি ও ঝুঁকি মূল্যায়নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিবে।

(৪) উপধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক এর জন্য নিঃসরণের মানমাত্রা নির্ধারিত থাকিবে যাহাতে নিঃসরণের অনুমোদিত মাত্রা, পরিমাণ, হার অথবা নির্দিষ্ট পদার্থ বা পদার্থের ঘনত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৫) উপধারা (১) এর অধীন জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক হইতে নিঃসরণ পরিমাপের পদ্ধতি নির্ধারিত থাকিবে।

(৬) কোন ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক হিসেবে ঘোষিত কোন যন্ত্রপাতি উৎপাদন, বিক্রয় বা ব্যবহার করিবে না বা কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে না যদি ঐ যন্ত্রপাতি, ডিভাইস বা কার্যক্রম উপধারা (৪) এ বর্ণিত মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।

১০। দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা।-(১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বায়ু দূষণকারী কোন দ্রব্যকে/বস্তুকে সার্বিকভাবে বা কোন নির্দিষ্ট এয়ারশেড-এর জন্য প্রধান বায়ু দূষক হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কোন দ্রব্য/বস্তু উপধারা (১) অনুসারে প্রধান বায়ু দূষক ঘোষিত হইলে অধিদপ্তর প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গকে সেই বায়ু দূষকের বিষয়ে সময়ভিত্তিক দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীন গৃহিত দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং তাহা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হইবে।

১১। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে-

- (ক) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, যিনি উক্ত পরিষদের সভাপতিও হইবেন;
- (খ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তাহার প্রতিনিধি;
- (গ) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তাহার প্রতিনিধি;
- (ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি উক্ত পরিষদের সদস্য সচিব হইবেন;
- (ঙ) সচিব/প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
- (চ) সচিব/প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
- (ছ) সচিব/প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়;
- (জ) সচিব/প্রতিনিধি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
- (ঝ) সচিব/প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়;
- (ঞ) সচিব/প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়;
- (ট) সচিব/প্রতিনিধি, সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়;
- (ঠ) সচিব/প্রতিনিধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;
- (ড) সচিব/প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- (ঢ) সচিব/প্রতিনিধি, শ্রম মন্ত্রণালয়;
- (ণ) সচিব/প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
- (ত) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন;
- (থ) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
- (দ) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি কমিশন;
- (ধ) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;
- (ন) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্ট্যাডার্ড এণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI);
- (প) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প কর্পোরেশন (BCIC);
- (ফ) চেয়ারপার্সন/প্রতিনিধি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট;

(ব) ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রতিনিধি, ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড;

(ভ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল এসোসিয়েশন;

(ম) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;

(য) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ৩ জন প্রতিনিধি;

(র) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন।

(২) এই আইনের ৫ ধারায় উল্লেখিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি অনুমোদিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে।

(৩) পদাধিকার বলে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নহেন, এরূপ সদস্যগণ তিন বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন এবং সর্বোচ্চ পর পর দুই মেয়াদ সদস্য থাকিতে পারিবেন।

১২। উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।-(১) উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে-

(ক) মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণে সরকারকে উপদেশ প্রদান;

(খ) জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং এই আইনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারার অধীনে গৃহিত অন্যান্য পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) এই আইনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারার অধীনে গৃহিত পরিকল্পনাসমূহ যাহাতে মানমাত্রা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(ঘ) এই আইনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ ধারার অধীন গৃহিত পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করা এবং এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঙ) বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে গৃহিত ব্যবস্থাদির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা;

(চ) এই আইনের ১৫ ধারার অধীন জাতীয় বায়ুমান প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তাহা অনুমোদন;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং পরিষদের কার্যাদির সুষ্ঠু/উত্তম সম্পাদনের স্বার্থে প্রয়োজনমত পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইহার সদস্যদের উপর অর্পণ;

(জ) পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদনে সহযোগিতার প্রয়োজনে পরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন;

(ঝ) প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নয় এমন বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে মতামত গ্রহণ;

(ঙ) এই আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের প্রয়োজনে অন্যান্য যে কোন কার্য সম্পাদন এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ।

১৩। উপদেষ্টা পরিষদের সভা।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উপদেষ্টা পরিষদ প্রত্যেক চার মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১ম সভা কার্য প্রণালী বিধি অনুমোদন করিবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, সভাপতি কোন জরুরি বিষয়ে সভার প্রয়োজন মনে করিলে তিনি তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যকে সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১৪। অধিদপ্তরের ভূমিকা।-(১) অধিদপ্তর এই আইনের বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বায়ুমান সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন দায়িত্ব ও কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) এই আইনের কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে অধিদপ্তর, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, ইহার অধীনস্থ বায়ুমান শাখাকে শক্তিশালী করিবে যাহাতে বায়ু দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

(৩) বায়ুমান শাখায় এবং অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে যোগ্য ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হইবে যাহাতে এই আইনের প্রতিপালন, তদারকী ও উৎসাহিত করা যায়।

(৪) এই আইনের ৫ ধারার চাহিদামতে অধিদপ্তর দেশব্যাপী উপযুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরবিচ্ছিন্ন বায়ু পর্যবেক্ষণ স্টেশনসহ (Continuous Air Monitoring Stations-CAMS), আন্তঃসীমা বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ স্টেশন স্থাপন করিবে এবং বায়ুমানের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা মূল্যায়নের জন্য CAMS-এর তথ্যাবলি নিরাপদ সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করিবে।

(৫) CAMS স্টেশনের যন্ত্রপাতি যথাযথ মানসম্মত হইবে যাহাতে সংরক্ষণকৃত ডাটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়।

(৬) বায়ুমান বিষয়ে সময়ে সময়ে করণীয় নির্ধারণে অধিদপ্তর বায়ুমানের সাম্প্রতিক এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত অবস্থা ও গতিধারা বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করিবে।

(৭) অবস্থা ও গতিধারা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করিয়া ভবিষ্যত অবস্থা অনুমান করিবে যাহাতে সময়ে সময়ে করণীয় নির্ধারণ করা যায়।

(৮) উপধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া অধিদপ্তর নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে -

(ক) এই আইনের ৫ ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত মানমাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে এবং এই আইনের ৬ ও ৭ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অধিদপ্তর জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, এয়ারসেড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অ-অর্জিত এলাকার/অঞ্চলের বায়ুমান উন্নীতকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতঃ সরকারের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন এবং উহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(খ) এই আইনের ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চল, তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ড, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক, প্রধান বায়ু দূষকসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং অনুমোদনের জন্য তাহা সরকারের নিকট উপস্থাপন;

(গ) এই আইনের ৮, ৯ ও ১০ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এবং দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদন ও ইহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরকসমূহ কর্তৃক প্রতিপালনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদির সুপারিশ ও ইহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, এবং নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সনদ প্রদান;

(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদের প্রাপ্ত দিক নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় বায়ুমান প্রতিবেদন প্রস্তুত;

(ঙ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৯ ধারার আলোকে বায়ুমান সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা;

(চ) বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির বাস্তবায়নে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন;

(ছ) উপদেষ্টা পরিষদকে ইহার কার্যাবলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(জ) বায়ুমানের অবনতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগতকরণ;

(ঝ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন।

(৯) এই আইনের ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অধিদপ্তর এই আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারিবে যিনি এই আইনের চাহিদা মোতাবেক-

(ক) প্রাসঙ্গিক নথি/দলিল সংরক্ষণ ও দেখভাল করেন;

(খ) প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন;

(গ) পরীক্ষা যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি স্থাপন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন;

(ঘ) বায়ু দূষণ রোধে বিশেষায়িত ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন অথবা নির্দিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করেন;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি, অবস্থান, মেয়াদে এবং পছন্দীয় নমুনা সংগ্রহ করেন;

(চ) যে ক্ষেত্রে সরাসরি নিঃসরণ পরীক্ষণ বাস্তবসম্মত নয় সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি, প্যারামিটার, উৎপাদন তারতম্যসমূহ বা অন্যান্য পরীক্ষা ডাটা সংরক্ষণ করেন;

(ছ) অধিদপ্তরের যুক্তিসঙ্গত চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করেন।

(১০) অধিদপ্তর কর্তৃক উপধারা (৯) এর অধীন প্রাপ্ত যে কোন নথি/দলিল, প্রতিবেদন বা তথ্যে জনসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে যদি না ধারা (৯)-এর অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করিতে পারেন যে, এইরূপ অভিগম্যতা ব্যবসায়-এর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণযোগ্য এইরূপ গোপন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

(১১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করার প্রয়োজনে অধিদপ্তর উপরোল্লিখিত নথি/দলিল, প্রতিবেদন বা তথ্য সন্নিবেশিত করিতে পারিবে।

(১২) এই আইনের ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুল্কনিয়ন্ত্রণ যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিয়া নিষেধাজ্ঞাসহ প্রচলিত পণ্য ও বিদ্যমান প্রক্রিয়ার ক্রমান্বয় অপসারণে, বিকল্প পণ্য বা প্রক্রিয়া প্রচলনে, নির্মাণ নিয়ন্ত্রণে, বায়ুমানের পুনঃস্থাপনে এবং শিল্পসহ অন্যান্য দূষণকারী প্রতিষ্ঠান, কার্যক্রম, এবং নিয়ন্ত্রিত নিঃসরকের স্থানান্তরে এবং/অথবা বন্ধে/কার্যক্রম স্থগিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(১৩) উপধারা ৯(গ)-এর অধীন পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি স্থাপন, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং চালু ও কার্যকরী রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(১৪) অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিম্নলিখিত অধিকার থাকিবে-

(ক) বায়ু দূষণ পরিমাপের জন্য সকল যৌক্তিক সময়ে এবং কোনরূপ পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া যে কোন প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং দলিল ও বস্তুতে অভিগম্যতা;

(খ) প্রয়োজনে যে কোন দূষণের উৎস, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক, পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি অথবা পদ্ধতি পরিদর্শন;

(গ) যে কোন নিঃসরণ পরীক্ষা।

১৫। জাতীয় বায়ুমান প্রতিবেদন।-(১) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক জাতীয় বায়ুমান প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে -

(ক) অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ স্টেশনের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া দেশব্যাপী দূষণের ব্যাপ্তি, দূষকের প্রকার ও উৎস;

- (খ) নির্দিষ্ট এয়ারসেডে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়ু দূষণের বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অবস্থা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;
- (গ) নিবিড় পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ দরকার এমন অ-অর্জিত এলাকা/অঞ্চলসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক ও প্রধান বায়ুদূষক চিহ্নিত;
- (ঘ) প্রয়োজনীয় নির্বাহী ও আইনগত ব্যবস্থার সুপারিশ;
- (ঙ) বায়ু দূষণের ব্যাপ্তি ও বায়ুমান সম্পাদনের ভিত্তিতে শিল্প কারখানার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যাদি।

(২) উপধারা (১) এর উল্লেখিত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

১৬। জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।-(১) অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয় জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করিবে এবং তালিকাভুক্ত কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক ও প্রধান বায়ু দূষকসমূহের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিগণ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সময় অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত প্রতিবেদন জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত হইবে যাহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে -

- (ক) প্রতিবেদনাধীন সময়ে বায়ুমান সংরক্ষণে তদকর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাাদি;
- (খ) পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রাসমূহ প্রতিপালনের পর্যায়;
- (গ) উল্লেখিত মানমাত্রাসমূহ অর্জনে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ;
- (ঘ) অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিকল্পনাদি প্রতিপালন বিষয়ক তথ্যাদি;
- (ঙ) বায়ুমান পরীক্ষণ কার্যসমূহ।

১৭। বায়ু দূষণ বিষয়ে গবেষণা।-(১) সরকার বায়ু দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণাকে জোরদার করিবে ও সহায়তা দিবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন জোরদার করিবে, এবং বায়ু দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে অগ্রসর ও উপযুক্ত প্রযুক্তিসমূহ গ্রহণ এবং ইহাদের সর্বোত্তম চর্চাসমূহকে উৎসাহিত করিবে।

(২) গবেষণা এবং অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বায়ুদূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমানের উন্নয়নে কাজে আসে এমন অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকার পরিষ্কার জ্বালানী/পরিবেশবান্ধব জ্বালানী উন্নয়ন এবং ব্যবহারে গবেষণাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং বায়ুমন্ডলীয় দূষণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তিসমূহের অধীন দায়দায়িত্বের অংশ হিসেবে পরিশুদ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবে।

১৮। তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা।-(১) অধিদপ্তর বায়ুমান সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্তের কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উপাত্ত সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং আদান-প্রদানের জন্য একটি তথ্য নেটওয়ার্ক ডিজাইন করিবে ও গড়িয়া তুলিবে।

(২) উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে অধিদপ্তর উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ও প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ও উপাত্তে সর্বসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে যদি না তাহা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার ও ব্যবসা বাণিজ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে।

১৯। শিক্ষা ও প্রচারণা।-(১) অধিদপ্তর সংশ্লিষ্টদের সহযোগে বায়ুমান সংক্রান্ত একটি চলমান তথ্য প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং শিক্ষামূলক প্রচারণা উৎসাহিত করিবে।

(২) বায়ুমান উন্নয়ন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহিত এই ধরনের প্রচারণা ও কর্মসূচিতে সরকারি সংস্থা, ব্যক্তিমালিকানা খাত, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হইবে।

২০। বায়ুমান উন্নয়ন তহবিল।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, বায়ুমান উন্নয়ন তহবিল নামে একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বায়ু দূষণের পরিমাণ এবং দূষণের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত নিঃসরণ, তালিকাভুক্ত কার্যক্রম ও প্রধান বায়ুদূষকের উপর যথাযথ ফি আরোপের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবে।

(৩) উপধারা (১) এ উল্লেখিত তহবিলে অর্থের উৎস হইবে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট অনুদান, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান, উপহার, দান, এককালীন অনুদান তহবিল (Endowment Fund), দূষকের উপর আরোপিত জরিমানা এবং অমান্যকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্বত্ত্বা ও ব্যক্তিবর্গের কাজ হইতে সংগৃহিত ক্ষতিপূরণ/ধার্যকৃত ফিস এবং এই আইনের অধীনে সংগৃহিত লাইসেন্সের ফিস।

(৪) এই আইনের ৬ ধারার অধীন গৃহিত জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সুপারিশ এবং উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকার একটি আর্থিক ও প্রণোদনামূলক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে যাহাতে এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বেসরকারি খাতের সমর্থন/অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যায়।

(৫) উপধারা (১) এ উল্লেখিত তহবিল শুধুমাত্র এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(৬) বিশেষতঃ এবং উপধারা (৫) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, এই তহবিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধারা ৬, ৭, ৮ এবং ১০ ধারার অধীন গৃহিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হইবে।

২১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা।-(১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহ এই আইনের ৫ ধারায় বর্ণিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং ৬ ধারায় বর্ণিত জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কর্মপদ্ধতিসমূহের অনুসরণ করিবে।

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিয়া তুলিতে অধিদপ্তর তাহাদিগকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইনের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারা এবং তফসিলসমূহে বর্ণিত মানমাত্রা, নির্দেশনা, বিধি-নিষেধ প্রতিপালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখিবে।

(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের আওতাধীন এলাকায় বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে এবং এই বিষয়ে বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা ও লক্ষ্য স্থির করিবে।

(৫) ধূলা-বালির দূষণরোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সবুজায়নের মাধ্যমে শহর এলাকায় ধূলা-বালি সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ অনাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং মাথাপিছু সবুজায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

(৬) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শহর এলাকার সকল ভবনের ছাদ এবং ফাঁকা জায়গায় সবুজায়ন নিশ্চিত করিবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৭) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইনের ৬ ধারায় উল্লেখিত এবং ৯ ধারার অধীন আরোপকৃত মানমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দূষণকারী চুল্লীর ব্যবহার হ্রাস করিবে এবং অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত পরিবেশ বান্ধব চুল্লীর প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করিবে।

(৮) ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ এই আইনের ৫ ধারার অধীন প্রস্তাবিত মানমাত্রা প্রতিপালনপূর্বক ধূলা-বালি ছড়াইয়া পড়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং নির্মাণ কার্যাবলী কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে।

(৯) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রয়োজন এমন কোনো নির্মাণ কাজ ধূলা-বালি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা ছাড়া শুরু করা যাইবেনা।

১০) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রয়োজন নাই এমন নির্মাণ কাজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ধূলা-বালি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা অনুমোদন করিবে এবং ইহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে।

২২। জনমত এবং জনগণের অংশগ্রহণ।-(১) এই আইনের অধীনে কোন পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের পূর্বে তাহা মতামত প্রদানের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং জনগণকে মতামত প্রদানের যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) সরকার উপধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত সকল লিখিত ও মৌখিক মতামত বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনা চূড়ান্ত করিবে।

২৩। পুরস্কার।- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর গুণমান রক্ষা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখিলে তিনি সরকার কর্তৃক উৎসাহিত এবং পুরস্কৃত হইবেন।

২৪। অপরাধ ও দণ্ড।-(১) এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তিনি -

- (ক) এই আইনের তফসিলে বর্ণিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাাদি মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;
- (খ) এই আইনের ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৪(৬) এবং ২১(৬) ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন অথবা তা লঙ্ঘন করেন;
- (গ) এই আইনের ১৪(৬) ধারামতে কোন প্রতিবেদন দাখিল বা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন;
- (ঘ) এই আইনের অধীনে প্রদেয় কোন প্রতিবেদন দাখিল বা তথ্য প্রদানে ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবৃতি দেন;
- (ঙ) মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিয়া লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ করেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের ৬ ও ৭ ধারায় নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল পালনে ব্যর্থ হইলে অথবা কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

(৩) তালিকাভুক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তাহার কার্যক্রম হইতে নিঃসরণের মাত্রা দ্বারা ধারা ৮(৪) এর অধীন প্রদত্ত নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্সে নির্ধারিত নির্গমন মাত্রা লঙ্ঘিত হয়।

(৪) নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তাহার নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক হইতে নিঃসরণের মাত্রা দ্বারা ধারা ৯(৪) ও ৯(৬) ধারায় বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত মানমাত্রা লঙ্ঘিত হয়।

(৫) কোন ব্যক্তি ১০ ধারার অধীন অনুমোদিত দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

২৫। দণ্ড।-(১) কোন ব্যক্তি ২৪ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহা প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত হইবে এবং যাহা অধিদণ্ডের কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি ২৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করিলে তিনি সর্বনিম্ন ২ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপধারা (১) এ বর্ণিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত হইবে

(ক) জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উপর ঐ অপরাধের তীব্রতার প্রভাব অথবা সম্ভাব্য প্রভাব;

(খ) অপরাধ সংঘটনে অবহেলা ও অসাধনতার মাত্রা;

(গ) অপরাধ করিবার প্রবণতা;

(ঘ) অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা;

(ঙ) স্বাভাবিক কর্মঅবস্থায় দোষী ব্যক্তি কর্তৃক এলাকার সার্বিক দূষণে অবদান;

(৪) অধিদপ্তর বায়ু দূষণকারী স্থির উৎসসমূহ স্থানান্তর, বন্ধ অথবা ইহাদের নির্মাণ, উন্নয়ন ও কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (৪) এ প্রদত্ত কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত রাখিবার সকল আদেশ যথাযথ পরিবেশগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৬) কোন স্থায়ী বায়ুদূষণকারী উৎস এই আইনের অধীনে ৩য় বারের মতো দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইবে।

(৭) অধিদপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে বায়ুদূষণকারী স্থায়ী উৎসসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত রাখিতে, কিংবা এইরূপ উৎসের কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখিতে একতরফা আদেশ দিতে পারিবে যদি অধিদপ্তরের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে এই আইনের তফসিলে নির্ধারিত নির্গমনের মাত্রা অতিক্রান্ত হইয়াছে বা জনজীবন, জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সম্পত্তি, উদ্ভিদকূল, প্রাণীকূল অথবা সাধারণ কল্যাণ আসন্ন বিপদের সম্মুখীন।

(৮) উপধারা (৫) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে তাহাদিগকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

২৬। কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।-(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হইলে, কোম্পানীটি এবং অপরাধ সংঘটনের সময় ইহার দায়িত্বে থাকা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যথারীতি আইনী ও শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই উপধারা অধীন কোন শাস্তির মুখোমুখি হইবেন না যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা অপরাধ রোধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে, সম্মতিক্রমে বা যোগসাজসে বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সকল পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা অপরাধটির জন্য দায়ী গণ্য হইবেন এবং যথারীতি আইনী প্রক্রিয়া ও শাস্তির মুখোমুখি হইবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়-

(ক) “কোম্পানি” বলিতে কোন নিবন্ধিত কোম্পানি, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বুঝাইবে;

(খ) “পরিচালক” বলিতে কোন ফার্মের ক্ষেত্রে, উক্ত ফার্মের অংশীদার বুঝাইবে ।

২৭। সরকারি সংস্থা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।-(১) যদি সরকারি কোন সংস্থা এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটন করে তাহা হইলে ঐ সংস্থার প্রধান ঐ অপরাধের জন্য দায়ী গণ্য হইবেন এবং যথারীতি আইনী প্রক্রিয়া ও শাস্তির মুখোমুখি হইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সংস্থা প্রধান এই উপধারা অধীন কোন শাস্তির মুখোমুখি হইবেন না যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা অপরাধ রোধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন সরকারি সংস্থা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি সংস্থা প্রধান ব্যতীত অপর কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে, সম্মতিক্রমে বা যোগসাজসে বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই কর্মকর্তা অপরাধটির জন্য দায়ী গণ্য হইবেন এবং যথারীতি আইনী প্রক্রিয়া ও শাস্তির মুখোমুখি হইবেন ।

উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন সরকারি অফিস/সংস্থা কর্তৃক এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, সংস্থা প্রধান ব্যতিত অপর কোন কর্মচারী/কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে বা পরোক্ষ সম্মতিতে অথবা কাহারো অবহেলার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে সে কর্মচারী/কর্মকর্তাও দায়ী হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কার্যধারা গৃহিত হইবে এবং সেই অনুযায়ী তিনি শাস্তি পাইবেন ।

২৮। অব্যাহতি এবং প্রতিকার।-(১) বায়ু দূষণের আশংকাক্রান্ত বা বায়ু দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন সংস্কৃত ব্যক্তি লিখিতভাবে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিকার চাইতে পারিবেন ।

(২) উপধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক অথবা তদকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রতিকার প্রদানের নিমিত্তে গণশুনানিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তদকর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ অপরাধীর নিকট হইতে আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবেন ।

২৯। আপিল।- এই আইনের অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন ।

৩০। আদালতের এখতিয়ার।- সকল উপযুক্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ বিচারার্থে আমলে নিতে পারিবেন ।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যের সুরক্ষা।- এই আইন বা বিধিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আইনগত কার্যক্রম বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

তফসিলের তালিকা

তফসিল	বর্ণনা
১	পরিবেষ্টক বায়ুর জাতীয় আদর্শ মানমাত্রা
২	অভ্যন্তরীণ বায়ুমানের আদর্শ মানমাত্রা
৩	নির্দিষ্ট/ নিশ্চল উৎসের আদর্শ মানমাত্রা
৩ ক	পাওয়ার প্ল্যান্ট
৩ খ	ইটভাটা
৩ গ	সিমেন্ট শিল্প
৩ ঘ	বয়লার
৩ ঙ	আয়রন এবং স্টীল কারখানা এবং ঢালাইয়ের কারখানা/ ফাউন্ড্রি
৩ চ	সার শিল্প
৩ ছ	ব্যাটারী শিল্প
৩ জ	সিরামিক শিল্প
৩ ঝ	কাঁচ শিল্প
৩ ঞ	জৈব/ অজৈব রাসায়নিক শিল্প
৩ ট	অন্যান্য উৎস
৪	সচল উৎসের আদর্শ মানমাত্রা
৪ ক	যানবাহন কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা
৪ খ	রেলইঞ্জিন কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা
৪ গ	অভ্যন্তরীণ জাহাজ কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা
৪ ঘ	নন রোড ইঞ্জিনের জন্য আদর্শ মানমাত্রা
৪ ঞ	জ্বালানী এবং অ্যাডিটিভ কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা
৫	গন্ধ ও বিপজ্জনক দূষকের জন্য আদর্শ মানমাত্রা
৫ ক	গন্ধের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

৫ খ	বিপজ্জনক দূষকের জন্য আদর্শ মানমাত্রা
৬	ফিউজিটিভ ডাস্ট প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ উপায়
৭	তালিকাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ (ধারা ৮)

তফসিল ১ : বায়ুর মানমাত্রা

ক্রমিক নং	বায়ু দূষক	মানমাত্রা	গড় সময়
১	কার্বন মনো অক্সাইড (CO)	১০ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার (৯ পিপিএম)	৮ ঘন্টা
		৪০ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার (৩৫ পিপিএম)	
২	লেড (Pb)	০. ১৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	বার্ষিক
		১.০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
৩	নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO _x)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ০৫৩ পিপিএম)	বার্ষিক
		২০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ১০৬ পিপিএম)	২৪ ঘন্টা
৪	বস্তুকণা _{১০} (PM _{১০})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	বার্ষিক
		১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
	বস্তুকণা _{২.৫} (PM _{২.৫})	১৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	বার্ষিক
		৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
৫	ওজোন (O ₃)	২৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ১২ পিপিএম)	১ ঘন্টা
		১৫৭ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ০৮ পিপিএম)	৮ ঘন্টা
৬	সালফার ডাইঅক্সাইড (SO ₂)	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ০৩ পিপিএম)	বার্ষিক
		৮৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০. ০৩ পিপিএম)	২৪ ঘন্টা

৭	অ্যামোনিয়া (NH ₃)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	বার্ষিক
		৪০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা

শব্দ সংক্ষেপঃ

পিপিএমঃ পার্টস পার মিলিয়ন

(ক) গড়মান বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম না করিবে।

(সূত্রঃ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা

খসড়া, ২০১৭)

তফসিল ২ : অভ্যন্তরীণ বায়ুমানের আদর্শ গুণগত মানমাত্রা

স্থিতিমাপ	অপেশাগত বায়ুর গুণগত মাত্রা ^{a c}	পেশাগত বায়ুর গুণগত মাত্রা _{b d}
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO ₂)	-	৫০০০ পিপিএম
কার্বন মনো অক্সাইড (CO)	৯০ পিপিএম (১৫ মিনিট) ৫০ পিপিএম (৩০ মিনিট) ২৫ পিপিএম (১ ঘন্টা) ১০ পিপিএম (৮ ঘন্টা) (১ পিপিএম = ১.১৫ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার)	৫০ পিপিএম
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO ₂)	০.১০ পিপিএম (১ ঘন্টা) ০.০২ পিপিএম (বার্ষিক) (১ পিপিএম = ১.৮৮ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার)	৫ পিপিএম (C)
ফরমালডিহাইড	০.১ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার (০.০৮১ পিপিএম) (৩০ মিনিট)	০.৭৫ পিপিএম (৩০ মিনিট) ২ পিপিএম (১৫ মিনিট)

ন্যাপথালিন	০.০১ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার (১.৯০ পিপিবি) (বার্ষিক) (১ পিপিএম = ৫.২৪ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার)	-
লেড (Pb)	০.৫০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (বার্ষিক) *	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার
ওজোন (O ₃)	১২০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (০.০৫৭ পিপিএম) (৮ ঘন্টা) *	০.১ পিপিএম
বস্তুকণা _{২.৫}	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (২৪ ঘন্টা) # ১৫ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার (বার্ষিক)#	৫ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার
মোট বস্তুকণা		১৫ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার
সালফার ডাই অক্সাইড (SO ₂)		৫ পিপিএম (১ পিপিএম = ২.৮২ মিলিগ্রাম/ ঘনমিটার)

(c) সর্বোচ্চ মাত্রা (Ceiling Limit) = বায়ুতে বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা, যা অতিক্রম করা যাবে না

^a অপেশাগত পরিবেশ যেমন ঘর- গৃহস্থালি, বিদ্যালয়, ডে- কেয়ার সেন্টার এবং যানবাহন এর জন্য অপেশাগত বায়ুর আদর্শ মানমাত্রা প্রযোজ্য। এগুলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এবং বাসাবাড়ি ও বিদ্যালয় যেখানে সাধারণ জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও হাঁপানি রোগী থাকে, তাদের জন্য প্রযোজ্য।

^b কর্মক্ষেত্রে কোনরকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছাড়া ৮ ঘন্টার গড় মানমাত্রা (বাসাবাড়ি ও বিদ্যালয় এর জন্য প্রযোজ্য নয়।)

^c প্রধানত WHO অভ্যন্তরীণ বায়ু মান নির্দেশিকা হতে গৃহীত নতুবা স্বীকৃত

^d প্রধানত OSHA নির্দেশিকা হতে গৃহীত নতুবা স্বীকৃত

* EC বায়ুমান নির্দেশিকা হতে গৃহীত

EPA বায়ুমান নির্দেশিকা হতে গৃহীত

তফসিল ৩ : শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ বা নির্গমন মানমাত্রা

তফসিল ৩ কঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট

ক্রমিক নং	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানী	সর্বমোট বস্তুকণা (মিলিগ্রাম / ঘনমিটার mg/Nm ³)	সালফার ডাইঅক্সাইড (SO ₂) (পিপিএম ppm)	নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO _x) (পিপিএম ppm)	মার্কারী (Hg) (mg/Nm ³)	চিমনির উচ্চতা মিটার, m
১	৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	কয়লা	৫০	৩২০	৩৫০	০.২	২৭৫
		তেল	১০০	৩২০	১৮০	-	
		গ্যাস	৬০	২০	৫০	-	
২	২০০ মেগাওয়াট - ৫০০ মেগাওয়াট	কয়লা	১০০	৪৫০	৩৫০	০.২	২২০
		তেল	১০০	৪৫০	১৮০	-	
		গ্যাস	৬০	২০	৪০	-	
৩	২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	কয়লা	৩৫০	৬৪০	৩৫০	০.২	H=১৪(Q) ^{০.৩}
		তেল	১০০	৪৫০	১৮০	-	
		গ্যাস	৬০	২০	৩০	-	

H = ভূমি হতে চিমনির উচ্চতা (মিটার, m)

Q= নিঃসৃত SO₂ এর পরিমাণ, কিলোগ্রাম/ ঘন্টা (kg/hr)

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ

বিধিমালা, ২০১৭)

তফসিল-৩.খঃ শিল্প প্রতিষ্ঠান-ইটভাটা

প্রকৃতি	স্থিতিমাপ	এককে উপস্থিতি সীমা	আদর্শ মানমাত্রা
জিগজ্যাগ অথবা পরিবর্তিত FCK	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	৪০০
ভার্টিক্যাল স্যাফট ব্রিক কিল্ন/টানেল কিল্ন	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২৫০
হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন/টানেল কিল্ন (কয়লায় পোড়ানো)	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২৫০
হাইব্রিড হফম্যান কিল্ন/টানেল কিল্ন (গ্যাসে পোড়ানো)	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	১০০

সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭

তফসিল ৩ গঃ সিমেন্ট শিল্প

ক. ক্লিংকারগ্রাইন্ডিং-এর উপর ভিত্তি করে গঠিত সিমেন্ট শিল্প

উৎস	স্থিতিমাপ	একক	আদর্শ মানমাত্রা
১. সকল সেকশন	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২৫০
২. ক্লিংকারগ্রাইন্ডিং ইউনিটসমূহ	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২০০
দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা			৩০০
দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা			৪০০
দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা			
	মার্কারী	(mg/Nm ³)	০.২

খ. সমন্বিত সিমেন্ট শিল্প

উৎস	স্থিতিমাপ	একক	আদর্শ মানমাত্রা
১. সকল সেকশন	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২৫০
২. ক্লিংকারগ্রাইডিং ইউনিটসমূহ দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২০০
			৩০০
			৪০০
	মার্কারী	(mg/Nm ³)	০.২
রোটারী কিল্ন	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	২৫০
	সালফার ডাই অক্সাইড (SO ₂)	mg/Nm ³	১০০ ^a
	নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO ₂)	mg/Nm ³	৬০০ ^a

^a□□□□□□ <http://www.moef.nic.in/sites/default/files/SO612.pdf>

ফিউজিটিভ নিঃসরণ বা নির্গমন

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিসীমা
বস্তুকণা	μg/Nm ³	১০০০

দ্রষ্টব্যঃ

উচ্চ ভলিউম স্যাম্পলার দিয়ে অন্তত ৮ ঘন্টা ধরে মোট সাস্পেন্ডেড পার্টিকেল থেকে ফিউজিটিভ নিঃসরণ বা নির্গমন পরিমাপ করতে হবে

তফসিল ৩ ঘঃ বয়লার

ক্রমিক	দূষক	একক	ঘনমাত্রা
১	মোট বস্তুকণা জ্বালানীঃ কয়লা তেল গ্যাস	mg/Nm ³	৫০০ ৩০০ ১০০
২	নাইট্রোজেনের অক্সাইড সমূহ (NO _x) জ্বালানীঃ কয়লা তেল গ্যাস	mg/Nm ³	৬০০ ৩০০ ১৫০
৩	Hg ও Hg যৌগসমূহ (কেবল কয়লা চালিত বয়লার এর জন্য)	mg/Nm ³	০.০৩
৪	সালফার ডাই অক্সাইড (SO ₂)	mg/Nm ³	২৫০

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭)

কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য (Bagasse) চালিত বয়লার

ক্রমিক	দূষক	একক	ঘনমাত্রা
১	মোট বস্তুকণা স্টেপ গ্রেট হর্স শু/ পালসেটিং গ্রেট স্প্রেডার স্ট্রোকার	সম/ঘস ^৩	২৫০ ৫০০ ৮০০

তরল ও কয়লা চালিত বয়লার এর ক্ষেত্রে, চিমনির উচ্চতা নিচের সমীকরণ দ্বারা হিসাব করতে হবে-

$$H=18(Q)^{0.7}$$

যেখানে,

H = ভূমি হতে চিমনির উচ্চতা (মিটার, m)

Q= নিঃসৃত SO₂ এর পরিমাণ, কিলোগ্রাম/ ঘন্টা (kg/hr)

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭)

তফসিল ৩ ওঃ লোহা ও স্টীলের কারখানা ও ফাউন্ড্রি

ক্রমিক	উৎস	দূষক	একক	ঘনত্ব
১	চিমনির নির্গমন বা নিঃসরণ	মোট বস্তুকণা	mg/Nm ³	৭৫
		বাজু	mg/Nm ³	২০০
		ঘজু	mg/Nm ³	২৫০
২	রি রোলিং মিল	মোট বস্তু কণাঃ প্রক্রিয়া এবং ধুলো অবমুক্তিকরণ	mg/Nm ³	৭৫
		ফিউজিটিভ নির্গমন মানমাত্রাঃ বস্তুকণা _{১০}	μg/Nm ³	২০০০ (১০ মিটারে)
৩	আর্ক/ ইন্ডাকশন ফার্নেস	মোট বস্তু কণাঃ চিমনির নির্গমন	mg/Nm ³	৭৫
		ফিউজিটিভ নির্গমন মানমাত্রাঃ বস্তুকণা _{১০}	μg/Nm ³	২০০০ (১০ মিটারে)
৪	ব্লাস্ট ফার্নেস	মোট বস্তু কণাঃ চিমনির নির্গমন	mg/Nm ³	৭৫
		ফিউজিটিভ নির্গমন মানমাত্রাঃ বস্তুকণা _{১০}	μg/Nm ³	২০০০ (১০ মিটারে)
৫	কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা	ফিউজিটিভ নির্গমন মানমাত্রাঃ বস্তুকণা _{১০}	μg/ Nm ³	২০০০ (১০ মিটারে)

সূত্রঃ Pollution Control Law, Series: PCLS/4/2000-2001, India

ফাউন্ড্রিঃ

ক্রমিক	উৎস	দূষক	একক	ঘনমাত্রা
১	ক্যুপুলা (Cupola) ফার্নেস	মোট বস্তুকণা ধারণক্ষমতা < ৩ MT/h ≥ ৩ MT/h	mg/Nm ³	৪৫০ ১৫০
২	আর্ক ফার্নেস	মোট বস্তুকণাঃ সব আয়তন	mg/Nm ³	১৫০
৩	ইন্ডাকশন ফার্নেস	মোট বস্তুকণাঃ সব আয়তন	mg/Nm ³	১৫০

সূত্রঃ Pollution Control Law, Series: PCLS/4/2000-2001, India

তফসিল ৩ চঃ সার শিল্প

ক্রমিক	উৎস	দূষক	একক	ঘনত্ব (সম/ঘস ^৩)
১	নাইট্রোজেন সার ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার প্রকারঃ শুকনো প্রক্রিয়ায় ধুলো অবমুক্তিকরণ ভেজা প্রক্রিয়ায় ধুলো অবমুক্তিকরণ	মোট বস্তুকণা	সম/ঘস ^৩	১৫০ ৫০
	অ্যামোনিয়া			১০০

২	ফসফেট সার			
	গ্রানুলেট, মিক্সিং ও গ্রাইন্ডিং সেকশন	মোট বস্তকণা	সম/ঘস°	১৫০
		মোট ফ্লুরাইড (ঋ- হিসেবে)	সম/ঘস°	২৫
৩	সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাই অক্সাইড উঈউঅ এর জন্য ঝঈঝঅ এর জন্য	কম/ঃডহ	৪ ১০
		সালফিউরিক এসিড ধোঁয়া	সম/ঘস°	৫০
৪	NPK সার	মোট বস্তকণা	সম/ঘস°	১৫০
		অ্যামোনিয়া	সম/ঘস°	

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭)

তফসিলঃ ৩ ছঃ ব্যাটারী শিল্প

১) লেডএসিড ব্যাটারী প্রস্তুত শিল্প

ক্রমিক নং	উৎস	দূষণ	মানমাত্রা
০১	গ্রিড কাষ্টিং	ক) লেড খ) বস্তকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০২	অক্সাইড ম্যানুফ্যাকচারিং	ক) লেড খ) বস্তকণা	ক) ১০ খ) ২৫

০৩	পেস্ট মিক্সিং	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০৪	সংযোজন	ক) লেড খ) বস্তুকণা	ক) ১০ খ) ২৫
০৫	পিভিসি সেকশন	ক) বস্তুকণা	১৫০

২) সেকেন্ডারী লেড স্মেলটার (চুল্লী)

স্থিতিমাপ	মানমাত্রা (মিঃগ্রাঃ/ঘনমিটার)
লেড	৫
বস্তুকণা	৫০
ন্যূনতম স্ট্যাক উচ্চতা	৩০ মিটার

৩) ড্রাইসেল ব্যাটারী প্রস্তুত শিল্প

স্থিতিমাপ	মানমাত্রা (মিঃগ্রাঃ/ ঘনমিটার)
বস্তুকণা	৫০
ম্যাঙ্গানিজ	৫

দ্রষ্টব্যঃ : উপরিলিখিত সকল সেকশন হতে নির্গত বাতাস হুড ও ফ্যান সংযোজিত স্ট্যাক এর মাধ্যমে নির্গত করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফিল্টার ও ভেনচুরি ক্রাসার স্থাপন করতে হবে। স্ট্যাক এর উচ্চতা কমপক্ষে ৩০ মিটার হতে হবে।

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭)

শিডিউল ৩ জঃ সিরামিক শিল্প

উৎস	দূষক	মানমাত্রা (সম/ঘস ^৩)
কিলন ক) টানেল টপ হ্যাট চেম্বার	মোট বস্তুকণা	১৫০
	ফ্লুরাইড	১০
	ক্লোরাইড	১০০

খ) কিলনঃ ডাউন ড্রাফট	মোট বস্তুকণা	১২০০
	ফ্লুরাইড	১০
	ক্লোরাইড	১০০০
গ) কিলনঃ শাটল	মোট বস্তুকণা	১৫০
	ফ্লুরাইড	১০
ঘ) ভারটিক্যাল শ্যাফট কিলন	মোট বস্তুকণা	২৫০
	ফ্লুরাইড	১০
ঙ) ট্যাক্স ফার্নেস	মোট বস্তুকণা	১৫০
	ফ্লুরাইড	১০
কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের শেড	মোট সাসপেন্ডেড পার্টিকেল	১৫০

সূত্রঃ Pollution Control Law, Series: PCLS/4/2000-2001, India

তফসিল ৩ বাঃ কাঁচ শিল্প

A. সোডালাইম ও বোরোসিলিকেট কাঁচ ও অন্যান্য বিশেষ কাঁচ (লেড কাঁচ ছাড়া)

ধারা/ সেকশন	ক্ষমতা	স্থিতিমাপ	আদর্শ মানমাত্রা
ধ) ফার্গেস	≤ 60 ton/day	মোট বস্তুকণা	২ kg/hr
	≥ 60 ton/day	মোট বস্তুকণা	০.৮ kg/ton প্রোডাক্ট
		সালফার ডাই অক্সাইড	চিমনির সর্বনিম্ন উচ্চতা $H=18(Q)^{0.7}$
		মোট ফ্লুরাইড (NO _x)	৫ mg/Nm ³
			নতুন প্ল্যান্টে কম (NO _x) উৎপাদনকারী

যেখানে

H = ভূমি হতে চিমনির উচ্চতা (মিটারে)

Q= নিঃসৃত SO₂ এর পরিমাণ, কিলোগ্রাম/ ঘন্টা (kg/hr)

দ্রষ্টব্যঃ ফিউজিটিভ নির্গমন বা নিঃসরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলো নিতে হবে-

কাঁচামাল লিকপ্রুফ কন্টেইনার- এ পরিবহণ করতে হবে

পানি ছিটানোর মাধ্যমে ক্যুলেট প্রিপারেশন ধুলো মুক্ত রাখতে হবে

ব্যাচ প্রিপারেশন সেকশন ঢেকে রাখতে হবে

B. লেড কাঁচ

সেকশন	স্থিতিমাপ	আদর্শ মানমাত্রা* (mg/Nm ³)
ফার্গেস (সব সেকশন)	মোট বস্তুকণা	৫০
	লেড	২০

ব্যাচ মিশ্রণ, অনুপাত বিভাগ ও স্থানান্তর উৎস আবৃত রাখতে হবে এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের নির্গমন পথে নিম্নলিখিত মানমাত্রা পূরণ করতে হবে।

স্থিতিমাপ	আদর্শ মানমাত্রা* (mg/Nm ³)
মোট বস্তুকণা	৫০

লেড	২০
-----	----

Ref. Pollution Control Law, Series: PCLS/4/2000-2001, India

শিডিউল ৩ টঃ জৈব/ অজৈব রাসায়নিক শিল্প

ক্রমিক	প্রক্রিয়া	দূষক	একক	ঘনত্ব
১	ক্লোর অ্যালকালি শিল্প (কস্টিক সোডা প্ল্যান্ট)*			
	মার্কারী/পারদ সেল	মার্কারী/পারদ (হাইড্রোজেন গ্যাস হোল্ডার স্ট্যাক)	mg/Nm ³	০.২
	সব প্রক্রিয়া	ক্লোরিন	mg/Nm ³	১৫
	সব প্রক্রিয়া	হাইড্রোক্লোরিক এসিড	mg/Nm ³	৩৫
২	নাইট্রিক এসিড প্ল্যান্ট	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	দূর্বল এসিডের Kg/ton (ঘন এসিড উৎপাদনের পূর্বে)	৩

*সূত্রঃ Pollution Control Law, Series: PCLS/4/2000-2001, India

বালাইনাশক/ কীটনাশকঃ

ক্রমিক	দূষক	একক	আদর্শ মানমাত্রা
১	হাইড্রোক্লোরিক এসিড	সম/ঘস ^৩	২০
২	ক্লোরিন	সম/ঘস ^৩	৫
৩	হাইড্রোজেন সালফাইড	সম/ঘস ^৩	৫
৪	ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড ও ফসফরিক এসিড	সম/ঘস ^৩	১০
৫	অ্যামোনিয়া	সম/ঘস ^৩	৩০
৬	বস্তুকণা	সম/ঘস ^৩	২০
৭	মিথাইল ক্লোরাইড	সম/ঘস ^৩	২০
৮	হাইড্রোজেন ব্রোমাইড	সম/ঘস ^৩	৫

(সূত্রঃ খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭)

শিডিউল ৩ ঠ: অন্যান্য উৎসসমূহ

ক্রমিক	উৎস	দূষক	একক	ঘনত্ব	সূত্র
১	পাথর ভাঙ্গার যন্ত্র/ Stone Crushing Unit	মোট সাস্পেন্ডেড পার্টিকেল	$\mu g/Nm^3$	ভাঙ্গার যন্ত্র / Crushing Unit থেকে ১০ মিটার দূরত্বে ৬০০	a
২	লাইম কিলন	মোট বস্তুকণা	mg/Nm^3	২৫০	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা খসড়া, ২০১৭
৩	ব্যত্যচুল্লী/ কোক ওভেন	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm^3	২৫০	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা খসড়া, ২০১৭
৪	ক্যালসিনেশন প্রসেস কিলন	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm^3	২৫০	a
৫	রঙ শিল্প	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm^3	৫০	a
		সলভেন্ট হ্রাস	%	৫	a
৬	বায়ু ফার্গেস	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm^3	২৫০	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা খসড়া, ২০১৭
৭	পাটকাঠি থেকে প্রস্তুতকৃত	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm^3	২৫০	

	চারকোল				
৮	টায়ার পাইরোলাইসিস (কালো কার্বন ও তেল উৎপাদন)	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm ³	১৫০	a
৯	চালের কল, আটার কল, খাদ্যদ্রব্য গুড়ো করার কল	মোট বস্তুকণা/ মোট পার্টিকুলেট	mg/Nm ³	১৫০	a

* নিচের দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে-

- যন্ত্রপাতির জন্য ধুলো সরানোর কিংবা দমনের ব্যবস্থা
- উইন্ড ব্রেকার তৈরী করা
- ওই জায়গায় পাকারাস্তা নির্মাণ করা
- ওই এলাকার ভূমি প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা ও ভিজানো
- ওই পরিধিতে সবুজ বেষ্টিনী নির্মাণ করা

সূত্রঃ a.cpcb.nic.in/effluent-emission

চিমনির উচ্চতাঃ চিমনির উচ্চতা ভূমি থেকে কমপক্ষে ৩০ মিটার হতে হবে

শিডিউল ৪ সচল উৎস হতে নির্গত দূষণের আদর্শ মানমাত্রা

শিডিউল ৪ কঃ যানবাহন কর্তৃক নির্গমনের আদর্শ মানমাত্রা

যানবাহন প্রস্তুতকারক কিংবা আমদানীকারক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগার বা সংস্থা থেকে নিঃসরণ প্রতিপালন সংক্রান্ত সনদপত্র (Emission Compliance Certificate) থাকতে হবে। এই নিঃসরণ প্রতিপালন সংক্রান্ত সনদপত্র (Emission Compliance Certificate) বন্দরে ছাড়ের জন্য বা যানবাহনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিতে হবে।

টেবিল ৪. ক১ : ডিজেল ইঞ্জিনচালিত হালকা যানবাহন কর্তৃক নির্গমনের আদর্শ মানমাত্রা (RTTA শ্রেণী E, নতুন আমদানিকৃত এবং ব্যবহৃত)

যানবাহনের প্রকার	নির্গমনের মাত্রা					মাপার প্রক্রিয়া
	কার্বন মনো অক্সাই ড	হাইড্রোকার্ বন (HC)	হাইড্রোকার্ বন (HC) + নাইট্রোজেন র	নাইট্রোজেনে র অক্সাইডসমূহ (NO _x)	মোট বস্তুক ণা	

	(CO)		অক্সাইডসমূহ (NO _x)			
১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে কার্যকর						
হালকা যানবাহন (E শ্রেণীভুক্ত) (চালক ছাড়া সিট সংখ্যা ≤ ৮, সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	১	-	০.৭	-	০.০৮	৯৩/৫৯/EC ৯৬/৬৯/EC
হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন (E শ্রেণীভুক্ত) (চালক ছাড়া সিট সংখ্যা ≤ ১৫, সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ □ ৩.৫ টন)	১.৫		১.২		০.১৭	৯৩/৫৯/EC ৯৬/৬৯/EC
১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে কার্যকর						
হালকা যানবাহন (E শ্রেণীভুক্ত) (চালক ছাড়া সিট	০.৬৪		০.৫৬	০.৫০	০.০৫	৯৮/৬৯/E C

সংখ্যা \leq ৮, সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)						
হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন (E শ্রেণীভুক্ত) (চালক ছাড়া সিট সংখ্যা \leq ১৫, সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ □ ৩.৫ টন)	০.৯৫		০.৮৬	০.৭৮	০.১০	

EC: European Commission, RTTA: Road Transport and Traffic Act

টেবিলঃ ৪ ক২- ডিজেল বা সিএনজি চালিত ভারী যানবাহন কর্তৃক নির্গমনের আদর্শ মানমাত্রা (RTTA শ্রেণী A, B, C ও D, যেসব যানবাহনের ওজন ৩.৫ টন এর বেশী)

যানবাহনের প্রকার	টেস্ট সাইকেল	নির্গমনের মাত্রা (gm/kW-hour)				মোট বস্তুকণা*	Smoke/ধোঁয়ার ঘনত্ব (m ⁻¹)	মাপার প্রক্রিয়া
		কার্বন মনো অক্সাইড (CO)	হাইড্রোকার্বন (HC)	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO _x)				
বাংলাদেশ -২ (১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে কার্যকর)								
ডিজেল	R-৪৯	৪	১.১	৭.০	০.১৫	--	৯১/৫৪২/E EC	
বাংলাদেশ -৩ (১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে কার্যকর)								
সিএনজি	ETC	৫.৪৫	নন মিথেন HC = ০.৭৮ মিথেন = ১.৬	৫.০	--	--	১৯৯৯/৯৬/E C	
বাংলাদেশ -৪ (১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে কার্যকর)								
ডিজেল	ESC ELR	২.১	০.৬৬	৫.০	০.১০ ০.১৩ [#]	০.৮	১৯৯৯/৯৬/E C	
বাংলাদেশ -৪ (১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে কার্যকর)								
সিএনজি	ETC	৪.০	নন মিথেন HC = ০.৫৫ মিথেন = ১.১	৩.৫	--	--	১৯৯৯/৯৬/E C	

*বস্তুকণার আদর্শ মানমাত্রা কেবল ডিজেলচালিত যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য

প্রত্যেক ইঞ্জিন সিলিন্ডারের Swept volume < 0.75 dcm³ এবং রেটেড পাওয়ার স্পীড > ৩০০০ min⁻¹

EEC = European Economic Community

ETC = European Transient Cycle

ESC = European Stationary Cycle

ELR = European Load Respons

টেবিলঃ ৪ ক৩ : পেট্রোল এবং সিএনজি চালিত হালকা যান, মোটর সাইকেল, তিন চাকার অটোরিকশা (আরটিটিএ প্রস্তাবিত ক্লাস ই,এম এবং টি)এর নিঃসরণ মানমাত্রা

মোটরযানের ধরণ	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিমি)				বাস্পজনি ত* নিঃসরণ (গ্রাম/টেস্ট)	পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোক্যার্বন	হাইড্রোক্যার্বন + নাইট্রোজেনে র অক্সাইডসমূহ	নাইট্রোজেনে র অক্সাইডসমূহ		
বাংলাদেশ-৩ (১লা জানুয়ারি ২০২১ হতে কার্যকর)						
সকল মোটর সাইকেল	২.০	০.৮	-	০.১৫	-	ইসিই - ৪০
তিন চাকা অটোরিকশা	৪.০	১.০		০.২৫	-	ইসিই - ৪০
হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	২.৩	০.২	-	০.১৫	২.০	৯৮/৬৯/ ইসি
বানিজ্যিক হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	৫.২২	০.২৯		০.২১	২.০	
বাংলাদেশ-৪ (১লা জানুয়ারি ২০২৫ হতে কার্যকর)						

মোটর সাইকেল						
≤ ১৫০ সিসি	২.০	০.৮	-	০.১৫	-	ইসিই আর - ৪০
>১৫০ সিসি	২.০	০.৩		০.১৫		
তিন চাকা অটোরিকশা	২.০	০.৫৫		০.২৫		ইসিই আর - ৪০
হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন)	১.০	০.১০		০.০৮	২.০	
বানিজ্যিক হালকা যান, (ক্লাস ই) (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	২.২৭	০.১৬		০.১১	২.০	৯৮/৬৯/ইসি

* সিএনজি চালিত যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য নয়।

ইসিইআর : ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপীয়ান রেগুলেশন

টেবিল- ৪. ক৪ : আমদানিকৃত ব্যবহৃত (Reconditioned) হালকা যাত্রীবাহি মোটরযানের (আরটিটিএ প্রস্তাবিত ক্লাস ই; অংশ-ক টেবিল-১ এবং অংশ-খ টেবিল-১এ উল্লেখিত) নিঃসরণপরীক্ষণ (Emission Inspection) মানমাত্রা এবং পরিমাপের পরিষ্কণ পদ্ধতি

মোটরযানের ধরণ	প্যারামিটার	নিঃসরণ মানমাত্রা
চার চাকাবিশিষ্ট পেট্রোল ও সিএনজি চালিত যান	আইডল (Idle) কার্বন মনোঅক্সাইড	০.৫% আয়তন ১২০০ পিপিএম
	আইডল (Idle) হাইড্রোক্যার্বন	
	বোঝাবিহীন (No Load) ২৫০০ থেকে ৩০০০ আরপিএম	
	কার্বন মনোঅক্সাইড হাইড্রোক্যার্বন ল্যামডা	০.৩% আয়তন ৩০০ পিপিএম ১ ± ০.০৩
	ভিজুয়াল পরীক্ষা	নির্গমন পথে যুক্ত থ্রি - ওয়ে - ক্যাটালাইটিক কনভার্টার
ন্যাচারলি অ্যাসপিরেটেড ডিজেল চালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক	ধোঁয়ার ঘনত্ব ১.৬ মি. ^{-১} (৫০ এইচএসইউ)
টার্বোচার্জযুক্ত ডিজেল চালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক	ধোঁয়ার ঘনত্ব ২.১ মি. ^{-১} (৬০ এইচএসইউ)

শব্দ সংক্ষেপ :

পিপিএম :	পার্টস পার মিলিয়ন
এইচএসইউ :	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট
মি. ^{-১} :	মিটার ^{-১}

টেবিল- ৪. কঢ়ে : পেট্রোল/সিএনজি চালিত মোটরযান (In-use vehicles) এর নিঃসরণ মানমাত্রা

মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত		১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত		জানুয়ারি ২০১৫ হতে রেজিস্ট্রেশনকৃত	
		কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)
চার চাকাবিশিষ্ট যান							
পেট্রোল চালিত	আইডল স্পীড	৪.৫	১২০০	১.০	১২০০	০.৫	১২০০
	ফাস্ট আইডল ২৫০০- ৩০০০আরপিএম	-	-	০.৫	৩০০ $\lambda = 1.0 \pm 0.3$	০.৩	২০০ $\lambda = 1.0 \pm 0.3$
সিএনজি চালিত	আইডল স্পীড	১.০	১২০০	১.০	১২০০	০.৫	১২০০
	ফাস্ট আইডল ২৫০০- ৩০০০আরপিএম			০.৫	৩০০ $\lambda = 1.0 \pm 0.3$	০.৩	২০০ $\lambda = 1.0 \pm 0.3$
চার স্ট্রোক	আইডল স্পীড	৭.০	৩০০০	৪.৫	৩০০০	৪.০	২০০০
দুই স্ট্রোক	আইডল স্পীড	৭.০	১২,০০০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
তিন চাকাবিশিষ্ট সিএনজি চালিত যান							

সব ধরনের যান	আইডল স্পীড	৩.০	১২০০	১.০	১২০০	১.০	১২০০
-----------------	------------	-----	------	-----	------	-----	------

টেবিল- ৪. ক৬ : ডিজেল ইঞ্জিন চালিত মোটরযান (In-use vehicles) এর নিঃসরণ মানমাত্রা

ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	নিঃসরণ মানমাত্রা এইচএসইউ (মি. ^{-১})		
		১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত	১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত	জানুয়ারী ২০১৫ হতে রেজিস্ট্রেশনকৃত
ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন	৬৫ (২.৫)	৬৫ (২.৫)	৬০ (২.১)
টার্বোচার্জড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন	৭২ (৩.০)	৭২ (৩.০)	৬৫ (২.৫)

টেবিল- ৪. ক.৭ : মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন পরবর্তী নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা

মোটরযানের ধরণ	রেজিস্ট্রেশন পরবর্তী প্রথম নিঃসরণ পরীক্ষণের জন্য গাড়ীর বয়স	বছরে নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা
হালকা মোটরযান (পেট্রোল/সিএনজি)	৩	১
থ্রি হুইলার (পেট্রোল/সিএনজি)	১	১
মোটর সাইকেল	১	১
সিএনজি বাস	১	১
সব ধরণের ডিজেল চালিত যান	১	১

তফসিল ৪ খঃ রেল ইঞ্জিন কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা

UIC গতিশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন/ রেলগাড়ির ইঞ্জিন কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা

গতিশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন/ রেলগাড়ির ইঞ্জিন কর্তৃক নিঃসরণের আদর্শ মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক রেলওয়ে ইউনিয়ন (Union Internationale des Chemis de fer, UIC) প্যারিস এর ইউরোপীয়ান রেলওয়ে অ্যাসোসিয়েশন। পরীক্ষার প্রক্রিয়া হলো ISO ৮১৭৮, cycle F.

স্তর	তারিখ	ক্ষমতা, P	গতি, n	CO	HC	NO _x	PM	Smoke
		<i>kW</i>	<i>rpm</i>	<i>g/kWh</i>				<i>BSN</i>
UIC I	২০১২/১২/৩১ পর্যন্ত			৩	০.৮	১২	-	১.৬- ২.৫ ^a
UIC II	২০০৩/১/১	P ≤ ৫৬০		২.৫	০.৬	৬.০	-	
		P ≤ ৫৬০	n > ১০০০	৩	০.৮	৯.৫	০.২৫ ^b	
			n ≤ ১০০০	৩	০.৮	৯.৯	০.২৫ ^b	
^a Bosch Smoke Number (BSN) = ১.৬ (ভিতরের বাতাস সহ ১ kg/s এর উপর ইঞ্জিনের জন্য); BSN = ২.৫ (ভিতরের বাতাস সহ ০.২ kg/s এর কম ইঞ্জিনের জন্য); এই দুই মানের মধ্যে প্রযোজ্য ^b ২০১৪/১২/৩১ পর্যন্ত ২২০০ কিলোওয়াট এর বেশি ক্ষমতার ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে, বস্তুকণা নির্গমন বা নিঃসরণ ০.৫ g/kWh ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে								

তফসিল ৪ গঃ অভ্যন্তরীণ জাহাজ কর্তৃক নির্গমনের আদর্শ মানমাত্রা

স্থিতিমাপ/প্যারামিটার	একক	আদর্শ মানমাত্রা	সূত্র
কালো ধোঁয়া*	Hartridge Smoke Unit (HSU)	৬৫	খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৭

*সর্বোচ্চ গতির দুই-তৃতীয়াংশ মাপা হয়েছে

এর সাথে নিচের চাইনীজ আদর্শ মানমাত্রাও নেয়া যেতে পারে। চাইনীজ আদর্শ মানমাত্রাঃ চীনের I/II আদর্শ মানমাত্রা US Tier 2 এর সাথে সংশ্লিষ্ট US Marine Standards এর সাথে China I মিলিয়ে করা হয়েছে।

টেবিল ১. China I মেরিন ইঞ্জিন কর্তৃক নির্গমনের হার

ক্যাটাগরি	Displ. (SV)	ক্ষমতা (P)	CO	HC+NO _x	CH ₄	PM	Date
	<i>dm³ per cylinder</i>	<i>kW</i>	<i>g/kWh</i>	<i>g/kWh</i>	<i>g/kWh</i>	<i>g/kWh</i>	
1	SV < ০.৯	P ≥ ৩৭	৫.০	৭.৫	১.৫	০.৪০	২০১৮/০৭
	০.৯ ≤ SV < ১.২		৫.০	৭.২	১.৫	০.৩০	
	১.২ ≤ SV < ৫		৫.০	৭.২	১.৫	০.২০	
2	৫.০ ≤ SV < ১৫		৫.০	৭.৮	১.৫	০.২৭	২০১৮/০৭
	১৫ ≤ SV < ২০	P < ৩৩০০	৫.০	৮.৭	১.৬	০.৫০	
		P ≥ ৩৩০০	৫.০	৯.৮	১.৮	০.৫০	
	২০ ≤ SV < ২৫		৫.০	৯.৮	১.৮	০.৫০	
	২৫ ≤ SV < ৩০		৫.০	১১.০	২.০	০.৫০	

টেবিল ২. China II মেরিন ইঞ্জিন কর্তৃক নির্গমনের হার

ক্যাটাগরি	Displ.	ক্ষমতা (P)	CO	HC+N	CH ₄ ¹	PM	Date
-----------	--------	------------	----	------	------------------------------	----	------

	(SV)			O_x			
	dm^3 per cylinder	kW	g/kWh	g/kWh	g/kWh	g/kWh	
1	$SV < 0.9$	$P \geq 39$	৫.০	৫.৮	১.০	০.৩	২০২১/০
	$0.9 \leq SV < 1.2$		৫.০	৫.৮	১.০	০.১৪	৭
	$1.2 \leq SV < 1.5$		৫.০	৫.৮	১.০	০.১২	
2	$1.5 \leq SV < 2.0$	$P < 2000$	৫.০	৬.২	১.২	০.১৪	২০২১/০
		$2000 \leq P < 3900$	৫.০	৭.৮	১.৫	০.১৪	৭
		$P \geq 3900$	৫.০	৭.৮	১.৫	০.২৭	
	$2.0 \leq SV < 2.5$	$P < 2000$	৫.০	৭.০	১.৫	০.৩৪	
		$2000 \leq P < 3300$	৫.০	৮.৭	১.৬	০.৫০	
		$P \geq 3300$	৫.০	৯.৮	১.৮	০.৫০	
	$2.5 \leq SV < 3.0$	$P < 2000$	৫.০	৯.৮	১.৮	০.২৭	
		$P \geq 2000$	৫.০	৯.৮	১.৮	০.৫০	
	$3.0 \leq SV < 4.0$	$P < 2000$	৫.০	১১.০	২.০	০.২৭	
$P \geq 2000$		৫.০	১১.০	২.০	০.৫০		
1 প্রাকৃতিক গ্যাস (দুই জ্বালানী সহ) ইঞ্জিনের জন্য শুধুমাত্র প্রযোজ্য							

দ্রষ্টব্যঃ

ক্যাটাগরি ১ মেরিন ইঞ্জিন □ রেটেড নেট ক্ষমতা ≥ 39 এবং প্রতি সিলিন্ডারে সরণ ৫ লি এর চেয়ে কম
ক্যাটাগরি ২ মেরিন ইঞ্জিন □ প্রতি সিলিন্ডারে সরণ ≥ 5 লি এবং ৩০ লি এর চেয়ে কম
তফসিল ৪ ঘঃ নন- রোড ইঞ্জিনের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

খসড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৭ তে কোন আদর্শ মানমাত্রা পাওয়া যায় নি।
নিচের মানমাত্রা ইউরোপীয়ান আদর্শ অনুযায়ী করা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রিলিং রিগ, কম্প্রেসর, কম্প্রোকশন হুইল লোডারস, বুলডোজার, নন-
রোড ট্রাক, হাইওয়ে এক্সক্যাভেটর, ফোর্কলিফট ট্রাক, রোড মেইন্টেন্যান্স ইকুইপমেন্ট,
ম্নো প্লাউ, এয়ারপোর্টের গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট, এরিয়াল লিফট এবং চলন্ত ক্রেন,
কৃষিকাজে ও বনায়নে ব্যবহৃত ট্রাক্টর সহ যন্ত্রপাতির জন্য আদর্শ মানমাত্রা।

স্টেজ IIIA/B নন- রোড ডিজেল ইঞ্জিনের নির্গমনের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

ক্যাটাগরি	মোট ক্ষমতা <i>kW</i>	তারিখ*	ঈঙ	এই	এই+ঘঙ	ঘঙ	চগ
			ম/শডয				
স্টেজ IIIA							
H	$130 \leq P \leq 560$	২০০৬/০১	৩.৫	-	৪.০	-	০.২
I	$95 \leq P \leq 130$	২০০৭/০১	৫.০	-	৪.০	-	০.৩
J	$79 \leq P \leq 95$	২০০৮/০১	৫.০	-	৪.৭	-	০.৪
K	$19 \leq P \leq 79$	২০০৭/০১	৫.৫	-	৭.৫	-	০.৬
স্টেজ IIIB							

L	১৩০ ≤ P ≤ ৫৬০	২০১১/০১	৩.৫	০.১৯	-	২.০	০.০২৫
M	৭৫ ≤ P ≤ ১৩০	২০১২/০১	৫.০	০.১৯	-	৩.৩	০.০২৫
N	৫৬ ≤ P ≤ ৭৫	২০১২/০১	৫.০	০.১৯	-	৩.৩	০.০২৫
P	৩৭ ≤ P ≤ ৫৬	২০১৩/০১	৫.০	-	৪.৭	-	০.০২৫

*ধ্রুব/কনস্ট্যান্ট গতির ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে H, I, ও K ক্যাটাগরির তারিখঃ ২০১১/০১; J ক্যাটাগরির তারিখঃ ২০১২/ ০১

স্টেজ IV নন- রোড ডিজেল ইঞ্জিনের নির্গমনের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

ক্যাটাগরি	মোট ক্ষমতা	তারিখ	CO	HC	NO _x	PM
	kW					
Q	১৩০ ≤ P ≤ ৫৬০	২০১৪/ ০১	৩.৫	০.১৯	০.৪	০.০২৫
R	৭৫ ≤ P ≤ ১৩০	২০১৪/ ১০	৫.০	০.১৯	০.৪	০.০২৫

স্টেজ III/IV এর আদর্শ মানমাত্রার মধ্যে আরো আছে অ্যামোনিয়া নির্গমনের মাত্রা যা পুরো চক্রে গড়ে ২৫ পিপিএম এর উর্ধ্বে যাওয়া উচিত নয়।

তফসিল ৪ ঙঃ জ্বালানী ও অ্যাডিটিভের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

২০১২ সালে CASE প্রজেক্টের অধীনে “Revisions of Vehicular Emission Standards in Bangladesh” নামক একটি সমীক্ষা হয়। এই সমীক্ষায় নতুন যানবাহনের নিবন্ধন/ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দুই স্তর বিষয়ক রিভিশনের কথা বলা হয়। এসব যন্ত্রপাতি থেকে নির্গমনের হার আদর্শ মানমাত্রার মধ্যে রাখতে জ্বালানীর পরিমাণ ঠিক করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই রিপোর্ট মতে, ইউরোপীয়ান মানমাত্রা EN 228: 1999 ও 2004 অনুযায়ী জ্বালানী হিসেবে গ্যাসোলিন এর গুণগত মান বিশেষ করে এর ঘনত্ব, সালফারের পরিমাণ, গামের পরিমাণ, ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ নির্ধারণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। একইভাবে জ্বালানী হিসেবে ডিজেলের মানমাত্রা ইউরোপীয়ান মানমাত্রা EN 590:1993 ও 1999 অনুযায়ী ডিজেলের বৈশিষ্ট্য যেমন- ঘনত্ব, সিটেন নাম্বার, সালফার, সান্দ্রতা ইত্যাদি পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয়া হয়।

মোটর গ্যাসোলিন এবং ডিজেলের প্রস্তাবিত মানমাত্রা নিচে যথাক্রমে টেবিল 4.E.1 থেকে 4.E.2 তে দেয়া হল। টেবিল 4.E.1 থেকে 4.E.2 তে প্রদত্ত প্যারামিটার ছাড়া বাকীগুলো Eastern Refinery (ERL) এর বর্তমান মানমাত্রা অনুসরণ করতে হবে।

টেবিল ৪ ও ১: গ্যাসোলিন জ্বালানীর বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	একক	রেগুলার		প্রিমিয়াম		প্রক্রিয়া
		বর্তমান	২০১৯	বর্তমান	২০১৯	
ঘনত্ব	kg/m ³	-	৭২০- ৭৭৫	-	৭২০- ৭৭৫	ASTM D1298
অকটেন নাম্বার (R)	min	৮০	৯১	৯৫	৯৫	ASTM D2699
সালফার	mg/kg	১০০০	১৫০	১০০০	৫০	ASTM D1266/4294
গাম এর পরিমাণ (ধৌত দ্রব)	mg/100ml	-	৫	-	৫	ISO 6246
লেড এর পরিমাণ	g/l	০.০১৩	০.০০৫	০.০১৩	০.০০৫	ASTM D2599
হাইড্রোকার্বন এর পরিমাণ						ASTM D1319
বেনজিন	%vol	-	১	-	১	
অলেফিন	%vol	-	২১	-	১৮	
অ্যারোম্যাটিকস	%vol	-	৪২	-	৩৫	

টেবিল ৪ ও২ : জ্বালানী ডিজেলের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	একক	রেগুলার	বর্তমান	২০১৯	প্রক্রিয়া
ঘনত্ব	kg/m ³	৮২০- ৮৭০	৮২০- ৮৬০		ASTM D1298
সিটেন নাম্বার		৪৫	৪৯		ASTM 613
সিটেন ইনডেক্স			৪৬		ASTM 976
মোট সালফার	mg/kg	৫০০০	৫০০		ASTM D4294
৪০°C তাপমাত্রায় গতি সান্দ্রতা	cst	সর্বোচ্চ ৯.০ (তাপমাত্রা ৩৮°C)	২.০- ৪.৫		ASTM D445
মোট দূষণ	mg/kg	-	২৪		EN 12662
ASTM পাতন ৯০% পুনরুদ্ধারের তাপমাত্রা	°C	৩৭৫	৩৬০		ASTM D86
৯৫% পুনরুদ্ধারের তাপমাত্রা	°C	-	৩৭০		

তফসিল ৫: দুর্গন্ধযুক্ত ও বিপজ্জনক দূষণকারী পদার্থের আদর্শ মান

টেবিল ৫.ক : দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থের আদর্শ মান

প্যারামিটার সমূহ	একক	মান
এসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫ – ৫.০
এমনিয়া	পিপিএম	১ – ৫
হাইড্রোজেন সালফাইড	পিপিএম	০.০২ – ০.২০
মিথাইল ডাই সালফাইড	পিপিএম	০.০০৯ – ০.১০
মিথাইল মারকাপটান	পিপিএম	০.০২ – ০.২০
মিথাইল সালফাইড	পিপিএম	০.০১ – ০.২০
স্টাইরিন	পিপিএম	০.৪ – ২.০
ট্রাই- মিথাইল এমাইন	পিপিএম	০.০০৫ - ০.০৭

তফসিল ৫. খ : বিপজ্জনক দূষকের জন্য আদর্শ মানমাত্রা

বিপজ্জনক বা বিষাক্ত বায়ু দূষণকারী বলতে বুঝায় যেসব দূষণকারী পদার্থ যেগুলো ক্যান্সার কিংবা অন্যান্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন প্রজনন ক্ষমতায় বাধা, জন্ম বিকলাঙ্গতা এবং পরিবেশে প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করে। টেবিল ৫. Bতে US EPA দ্বারা চিহ্নিত বিপজ্জনক দূষক পদার্থের তালিকা দেয়া হয়েছে। এসব বিষাক্ত বায়ুদূষক কমাতে এবং দেশের নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিল্প ও কারখানা থেকে বিষাক্ত নিঃসরণের পরিমাণ কমানো, কঠোরভাবে আদর্শ নির্গমনের হার অনুসরণ করে যানবাহন কর্তৃক নির্গমনের হার কমানো ও গ্যাসোলিনের ক্লিন ব্যবহার থাকতে হবে

CAS নাম্বার	রাসায়নিক পদার্থের নাম	CAS নাম্বার	রাসায়নিক পদার্থের নাম
৭৫০৭০	এসিটালডিহাইড	৯২৬৭১	৪- অ্যামিনোবাইফিনাইল
৬০৩৫৫	এসিটামাইড	৬২৫৩৩	অ্যানিলিন
৭৫০৫৮	এসিটোনাইট্রাইল	৯০০৪০	০- অ্যানিসিডিন
৯৮৮৬২	এসিটোফেনন	১৩৩২২১৪	অ্যাসবেস্টস
৫৩৯৬৩	২- এসিটাইলঅ্যামিনোফ্লোরিন	৭১৪৩২	বেনজিন
১০৭০২৮	এক্সোলিন	৯২৮৭৫	বেনজিডাইন
৭৯০৬১	অ্যাক্রাইলঅ্যামিড	৯৮০৭৭	বেনজোট্রাইক্লোরাইড
৭৯১০৭	অ্যাক্রাইলিক এসিড	১০০৪৪৭	বেনজাইল ক্লোরাইড
১০৭১৩১	অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল	৯২৫২৪	বাইফিনাইল
১০৭০৫১	অ্যালাইল ক্লোরাইড	১১৭৮১৭	বিস(২- ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালাট (DEHP)
৫৪২৮৮১	বিস(ক্লোরোমিথাইল) ইথার	১০৮৯০৭	ক্লোরোবেনজিন
৭৫২৫২	ব্রোমোফর্ম	৫১০১৫৬	ক্লোরোবেনজিলেট
১০৬৯৯০	১,৩- বিউটাডাইন	৬৭৬৬৩	ক্লোরোফর্ম

১৫৬৬২৭	ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড	১০৭৩০২	ক্লোরোমিথাইল মিথাইল ইথার
১০৫৬০২	ক্যাথ্রোল্যাঙ্কাম	১২৬৯৯৮	ক্লোরোপ্রিন
১৩৩০৬২	ক্যাপ্টান	১৩১৯৭৭৩	ক্রেসল/ক্রেসাইলিক এসিড (আইসোমার ও মিশ্রণ)
৬৩২৫২	কার্বাইল	৯৫৪৮৭	o- ক্রেসল
৭৫১৫০	কার্বন ডাই সালফাইড	১০৮৩৯৪	m ক্রেসল
৫৬২৩৫	কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড	১০৬৪৪৫	p- ক্রেসল
৪৬৩৫৮১	কার্বনাইল সালফাইড	৯৮৮২৮	কিউমিন
১২০৮০৯	ক্যাটেকল	৯৪৭৫৭	২, ৪- D লবণ ও এস্টারসমূহ
১d৩৩৯০৪	ক্লোরামবেন	৩৫৪৭০৪৪	উউউ
৫৭৭৪৯	ক্লোরডেন	৩৩৪৮৮৩	ডায়াজোমিথেন
৭৭৮২৫০৫	ক্লোরিন	১৩২৬৪৯	ডাইবেনজোফুরান্স
৭৯১১৮	ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিড	৯৬১২৮	১,২- ডাইব্রোমো- ৩- ক্লোরোপ্রোপেন
৫৩২২৭৪	২- ক্লোরোঅ্যাসিটোফেনন	৮৪৭৪২	ডাইবিউটাইলথ্যালোট
১০৬৪৬৭	১,৪- ডাইক্লোরোবেনজিন (p)	৬৮১২২	ডাইমিথাইল ফরমামাইড
৯১৯৪১	৩,৩- ডাইক্লোরোবেনজিন	৫৭১৪৭	১,১- ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন
১১১৪৪৪	ডাইক্লোরোইথাইল ইথার(বিস(২- ক্লোরোইথাইল) ইথার)	১৩১১১৩	ডাইমিথাইল থ্যালোট
৫৪২৭৫৬	১,৩- ডাইক্লোরোপ্রোপেন	৭৭৭৮১	ডাইমিথাইল সালফেট
৬২৭৩৭	ডাইক্লোরভস	৫৩৪৫২১	৪,৬- ডাইনাইট্রো- o- ক্রেসল ও লবণগুলো
১১১৪২২	ডাইইথানলঅ্যামিন	৫১২৮৫	২,৪- ডাইনাইট্রোফেনল
১২১৬৯৭	N, N- ডাইমিথাইলঅ্যানিলিন	১২১১৪২	২,৪- ডাইনাইট্রোটলুইন
৬৪৬৭৫	ডাইইথাইল সালফেট	১২৩৯১১	১,৪- ডাইঅক্সেন (১,৪- ডাইইথাইলিন অক্সাইড)

১১৯৯০৪	৩,৩- ডাইমিথোক্সিবেনজিডাইন	১২২৬৬৭	১,২- ডাইফিনাইলহাইড্রাজিন
৬০১১৭	ডাইমিথাইল অ্যামিনোবেনজিন	১০৬৮৯৮	এপিক্লোরোহাইড্রিন (১- ক্লোরো- ২,৩- ইপক্সিপ্ৰোপেন)
১১৯৯৩৭	৩,৩- ডাইমিথাইল বেনজিডাইন	১০৬৮৮৭	১,২- ইপক্সিবিউটেন
৭৯৪৪৭	ডাইমিথাইল কার্বাময়েল ক্লোরাইড	১৪০৮৮৫	এথাইল অ্যাক্রাইলেট
১০০৪১৪	ইথাইল বেনজিন	৭৫০০৩	ইথাইল ক্লোরাইড (ক্লোরোইথেন)
৫১৭৯৬	ইথাইল কার্বামেট (ইউরিথেন)	১০৬৯৩৪	ইথাইলিন ডাইব্রোমাইড (ডাইব্রোমোইথেন)
১০৭০৬২	ইথাইলিন ডাইক্লোরাইড (১,২- ডাইক্লোরোইথেন)	৩০২০১২	হাইড্রাজিন
১০৭২১১	ইথাইলিন গ্লাইকোল	৭৬৪৭০১০	হাইড্রোক্লোরিক এসিড
১৫১৫৬৪	ইথাইলিন অ্যামিন (অ্যাজিরিডিন)	৭৬৬৪৩৯৩	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড(হাইড্রোক্লোরিক এসিড)
৭৫২১৮	ইথাইলিন অক্সাইড	৭৭৮৩০৬৪	হাইড্রোজেন সালফাইড
৯৬৪৫৭	ইথাইলিন থায়োইউরিয়া	১২৩৩১৯	হাইড্রোকুইনোন
৭৫৩৪৩	ইথাইলিন ডাইক্লোরাইড (১,১- ডাইক্লোরোইথেন)	৭৮৫৯১	আইসোফোরোন
১০৭২১১	ইথাইলিন গ্লাইকোল	৫৮৮৯৯	লিনডেন(সব সমাণু/ আইসোমার)
৫০০০০	ফরমালডিহাইড	১০৮৩১৬	ম্যালিক অ্যানহাইড্রাইড
৭৬৪৪৮	হেপ্টাক্লোর	৬৭৫৬১	মিথানল
১১৮৭৪১	হেক্সাক্লোরোবেনজিন	৭২৪৩৫	মিথক্সিক্লোর
৮৭৬৮৩	হেক্সাক্লোরোবিউটাডিন	৭৪৮৩৯	মিথাইল ব্রোমাইড (ব্রোমোমিথেন)
৭৭৪৭৪	হেক্সাক্লোরোসাইক্লোপেন্টাডিন	৭৪৮৭৩	মিথাইল ক্লোরাইড (ক্লোরোমিথেন)
৬৭৭২১	হেক্সাক্লোরোইথেন	৭১৫৫৬	মিথাইল ক্লোরোফর্ম (১,১,১- ট্রাইক্লোরোমিথেন)

৮২২০৬০	হেক্সামিথাইলিন- ১,৬- ডাইআইসোসায়ানেট	৭৮৯৩৩	মিথাইল ইথাইল কিটোন (২- বিউটেন)
৬৮০৩১৯	হেক্সামিথাইলফসফোরামাইড	৭৯৪৬৯	২- নাইট্রোপ্রোপেন
১১০৫৪৩	হেক্সেন	৬৮৪৯৩৫	N- নাইট্রোসো- N- মিথাইলইউরিয়া
৬০৩৪৪	মিথাইল হাইড্রাজিন	৬২৭৫৯	N- নাইট্রোসোডাইমিথাইলঅ্যা
৭৪৮৮৪	মিথাইল আয়োডাইড (আয়োডোমিথেন)	৫৯৮৯২	N- নাইট্রোসোমরফোলিন
১০৮১০১	মিথাইল আইসোবিউটাইল কিটোন(হেক্সোন)	৫৬৩৮২	প্যারাথিয়ন
৬২৪৮৩৯	মিথাইল আইসোসায়ানেট	৮২৬৮৮	পেন্টাক্লোরোনাইট্রোবেনজিন
৮০৬২৬	মিথাইল মিথাক্রাইলেট	৮৭৮৬৫	পেন্টাক্লোরোফেনল
১৬৩৪০৪৪	মিথাইলটার্ট বিউটাইল ইথার	১০৮৯৫২	ফেনল
১০১১৪৪	৪,৪- মিথাইলিন বিস(২- ক্লোরোঅ্যানিলিন)	১০৬৫০৩	p- ফিনাইলিনডাইঅ্যামিন
৭৫০৯২	মিথাইলিন ক্লোরাইড	৭৫৪৪৫	ফসজিন
১০১৬৮৮	মিথাইলিন ডাইফিনাইল ডাইআইসোসায়ানেট (গউও)	৭৮০৩৫১২	ফসফাইন
১০১৭৭৯	৪,৪- মিথাইলিনডাইঅ্যানিলিন	৭৭২৩১৪০	ফসফরাস
৯১২০৩	ন্যাপথালিন	৮৫৪৪৯	থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড
৯৮৯৫৩	নাইট্রোবেনজিন	১৩৩৬৩৬৩	পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (অ্যারোক্লোর)
৯২৯৩৩	৪- নাইট্রোফিনাইল	১১২০৭১৪	১,৩- প্রোপেন সাল্টোন
১০০০২৭	৪- নাইট্রোফেনল	১০৮৮৮৩	টোলুইন
৫৭৫৭৮	বেটা- প্রপিওল্যাকটোন	৯৫৮০৭	২,৪- টোলুইন ডাইএমিন
১২৩৩৮৬	প্রপিওনালডিহাইড	৫৮৪৮৪৯	২,৪- টোলুইন ডাইআইসোসায়ানেট
১১৪২৬১	প্রপক্সার (ইধুমডহ)	৯৫৫৩৪	০- টলুইডিন
৭৮৮৭৫	প্রপাইলিন ডাইক্লোরাইড (১,২- ডাইক্লোরোপ্রোপেন)	৮০০১৩৫২	টক্সাফেন (ক্লোরিনেটেড ক্যাম্ফেন)
৭৫৫৬৯	প্রপাইলিন অক্সাইড	১২০৮২১	১,২,৪- ট্রাইক্লোরোবেঞ্জিন

৭৫৫৫৮	১,২- প্রপাইলিমাইন (২- মিথাইল এজিরিডাইন)	৭৯০০৫	১,১,২- ট্রাইক্লোরোইথেন
৯১২২৫	কুইনোলাইন	৭৯০১৬	ট্রাইক্লোরোইথাইলিন
১০৬৫১৪	কুইনোন	৯৫৯৫৪	২,৪,৫- ট্রাইক্লোরোফেনল
১০০৪২৫	স্টাইরিন	৮৮০৬২	২,৪,৬- ট্রাইক্লোরোফেনল
৯৬০৯৩	স্টাইরিন অক্সাইড	১২১৪৪৮	ট্রাইইথাইলামিন
১৭৪৬০১৬	২,৩,৭,৮- টেট্রাক্লোরোডাইবেনজো- ড- ডাইঅক্সিন	১৫৮২০৯৮	ট্রাইফুরালিন
৭৯৩৪৫	১,১,২,২- টেট্রাক্লোরোইথেন	৫৪০৮৪১	২,২,৪- ট্রাইমিথাইলপেন্টেন
১২৭১৮৪	টেট্রাক্লোরোইথাইলিন (পারক্লোরোইথাইলিন)	১০৮০৫৪	ভিনাইল এসিটেট
৭৫০১৪	ভিনাইল ক্লোরাইড	০	কোবাল্ট যৌগ
৭৫৩৫৪	ভিনাইলিডিন ক্লোরাইড	০	ব্যত্য চুল্লী নির্গমন
১৩৩০২০৭	জাইলিন	০	সায়ানাইড
৯৫৪৭৬	o- জাইলিন	০	গ্লাইকোল ইথার
১০৮৩৮৩	m- জাইলিন	০	লেড যৌগ
১০৬৪২৩	p- জাইলিন	০	ম্যাঙ্গানিজ যৌগ
০	অ্যান্টিমনি যৌগ	০	মার্কারী যৌগ
০	আর্সেনিক যৌগ	০	ফাইন মিনারেল ফাইবার
০	বেরিলিয়াম যৌগ	০	নিকেল যৌগ
০	ক্যাডমিয়াম যৌগ	০	পলিসাইক্লিক জৈব যৌগ
০	ক্রোমিয়াম যৌগ	০	রেডিওনিউক্লাইডস (রেডন সহ)
০	সেলেনিয়াম যৌগ		

তফসিল ৬ : ফিউজিটিভ ডাস্ট প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ উপায়

৬.১ ফিউজিটিভ ডাস্ট নিঃসরণ

ফিউজিটিভ ডাস্ট হল সেইসব বস্তুকণা যা বাতাস কিংবা মানবঘটিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এবং যা কোন চুল্লী, চিমনী কিংবা কোন ফাটল থেকে নির্গমন হয় না। এই বস্তুকণাগুলোর প্রাথমিক উৎস হল- নির্মাণকাজ, কাঁচা এবং পাকা রাস্তা এবং কৃষিকাজ। ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলার সাথে সাথে স্বাস্থ্যের উপর ও প্রভাব ফেলে। এছাড়াও, বায়ুবাহিত ধুলো, ময়লা এবং ধ্বংসাবশেষ পরবর্তীতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। যখন এই বস্তুকণাগুলো পতিত হয় তখন তা ঘরবাড়ি, গাড়ি, লন, পুকুর ও পুল এবং অন্যান্য জায়গায় জমা হতে পারে। ছোট কণাগুলো বিভিন্ন মেশিন এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে আটকে যায় এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয় ও যান্ত্রিক ত্রুটি তৈরী করে। জমাকৃত ধুলো পেইন্টেড পৃষ্ঠকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, পরিস্রাবণ/ ফিল্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করে, অবাঞ্ছিত দাগ সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল বিশুদ্ধিকরণ প্রকল্পে বাধা সৃষ্টি করে।

৬.২ ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের উপায়

৬.২.১ পৃথিবীব্যাপী কার্যক্রম

পৃথিবীব্যাপী কার্যক্রম হতে ধুলো নির্গমন নির্ভর করে যে কাজটি করা হচ্ছে তার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, উন্মুক্ত পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল, বাতাসের অবস্থা, এবং মাটির প্রকৃতি ও আর্দ্রতার পরিমাণ, ছাড়াও স্থান প্রস্তুতি (পরীক্ষার করা, খনন করা ও চেঁছে ফেলা), রাস্তা নির্মাণ, বাছাই, খনন, গর্ত খনন, ব্যাকফিলিং, সল্লিবিষ্ট করা, ময়লা, মাটিকণা, পাথর অথবা অন্যান্য ভূপৃষ্ঠের উপাদান ট্রাক, গাদা ও বিভিন্ন পাত্রে বোঝাই, খালাস ও নিষ্কাশন করা, ময়লা, মাটিকণা, পাথর অথবা অন্যান্য ভূপৃষ্ঠের উপাদান ছেকে ফেলা।

ফিউজিটিভ ডাস্ট উৎপাদক এই কাজগুলোর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি, মালিক বা ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করবেন-

ক) আক্রান্ত অঞ্চলের ব্যাপ্তি কমিয়ে আনা- প্রকল্প বা কাজের পরিকল্পনা এমনভাবে করা যেন খুব কম পরিমাণে উপদ্রুত মাটি অথবা ভূপৃষ্ঠ বাতাস কিংবা যানবাহন পরিবহনের সংস্পর্শে আসে।

খ) যানবাহনের গতি কমানো- যানবাহন দ্বারা ফিউজিটিভ ডাস্ট পরিবহন কমাতে যানবাহনের জন্য সর্বোচ্চ গতিসীমা ঠিক করে দেওয়া কিংবা যানবাহনের গতি কে নিয়ন্ত্রণ করতে গতি কমানোর যন্ত্র স্থাপন করা।

গ) ড্রপ হাইট কমানো- চালক এবং অপারেটর/ নিয়ন্ত্রক ট্রাকবেড, লোডার এবং খননকারী যন্ত্র থেকে ধীরগতিতে আনলোড করবে এবং ড্রপ হাইট সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উচ্চতায় কমিয়ে আনবে।

ঘ) বেশী গতির বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ- ৩০ মিটার/ঘন্টা এর বেশী গতিতে বায়ু প্রবাহের ক্ষেত্রে যেসব কাজ ধুলো প্রবাহের জন্য দায়ী তা অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া

ঙ) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- অনুমোদিত ব্যক্তি ও যানবাহন ছাড়া এসব অঞ্চলে প্রবেশ সীমিত করা

যেসব কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ক-ঙ প্রযোজ্য নয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্রেসন - ভূপৃষ্ঠের, ব্যাকফিল ম্যাটেরিয়াল, স্ক্রীনিং এবং অন্যান্য ধুলো উৎপাদনকারী কাজের সময় প্রয়োজনমত এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পানি ছিটানো এবং যেকোনো পাবলিক জায়গায়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলপ্রবাহের খাতে ছিটানো পানি জমা হওয়া প্রতিরোধ করা।

২) উইন্ড ব্যারিয়ার/ বাতাসের দেয়াল □ টপ সয়েলের ক্ষয় রোধে বেড়া বা যেকোন ধরণের দেয়াল তৈরী করে দেওয়া

৩) গাছপালা লাগানো- বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয় রোধে বা মাটি ধরে রাখার ভালো উপায় হল গাছপালা লাগানো

৪) সারফেস রাফেনিং/ পৃষ্ঠভাগ অসমতল করা - যখন গাছপালা লাগানো সম্ভব নয় কিংবা নিষ্ক্রিয়তার সময়ে নির্মাণ অঞ্চল কে সক্রিয় রাখা।

৫) কভার/ ঢাকনা □ বন্ধ নির্মাণ কাজের সময় নির্মাণ অঞ্চল কে ঢেকে রাখা এবং তা ভালোভাবে পরিচালনা করা

৬) মাটির ধারণক্ষমতা বজায় রাখা - উন্মুক্ত মাটি বা স্থানের কাজ ৩০ দিনের বেশী বন্ধ রাখা এবং গাছপালা লাগানো

৬.২.২ উচ্ছেদ ও সংস্কার

উচ্ছেদ কার্যক্রমের ফলে তৈরী হওয়া ধুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সিলিকা, লেড, অ্যাসবেস্টস এবং বস্তুকণা থাকে। সিলিকা এবং অ্যাসবেস্টস শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে এবং অল্প পরিমাণে লেডের সংস্পর্শে শিশু এবং জ্ঞানের ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে।

যেকোন ব্যক্তি, মালিক বা চালক যিনি ধুলো উৎপাদক উচ্ছেদ ও সংস্কার কাজের সাথে জড়িত, অস্থিতশীল ধুলো/ ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করবেন-

ক) অ্যাসবেস্টস ও লেড বাহী উপাদান- অ্যাসবেস্টস ও লেড বাহী উপাদান যেসব উচ্ছেদ ও সংস্কার কাজের সাথে জড়িত তা করার ক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ভবন নির্মাণ আইন ও বিধিমালা অবলম্বন করতে হবে।

খ) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- অনুমোদিত ব্যক্তি ও যানবাহন ছাড়া এসব সংস্কার অঞ্চলে প্রবেশ সীমিত করা

গ) বেশী গতির বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ- ৩০ মিটার/ঘন্টা এর বেশী গতিতে বায়ু প্রবাহের ক্ষেত্রে যদি এসব উচ্ছেদ ও সংস্কার কাজ ধুলো প্রবাহ সৃষ্টি করে তবে তা অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে

ঘ) ড্রপ হাইট কমানো- চালক এবং অপারেটর/ নিয়ন্ত্রক ট্রাকবেড, লোডার এবং খননকারী যন্ত্র থেকে ধীরগতিতে আনলোড করবে এবং স্ক্রীনিং সহ ড্রপ হাইট সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উচ্চতায় কমিয়ে আনবে।

যেসব কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ক- ঘ প্রযোজ্য নয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্রেসশন সংস্কার কৃত বস্তুর উপর পানি ছিটানো এবং অল্প ভেজা বস্তুকে প্রয়োজনমত সংস্কার করতে হবে এবং যেকোনো পাবলিক জায়গায়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলপ্রবাহের খাতে ছিটানো পানি জমা হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে।

২) উইন্ড ব্যারিয়ার/ বাতাসের দেয়াল □ সংস্কার এলাকার বাইরে ধুলোবালি ওড়া প্রতিরোধে বেড়া বা যেকোন ধরনের দেয়াল তৈরী করে দেওয়া।

৬.২.৩ সূপকৃত দ্রব্য

সাধারণত মাটি, ময়লা, বালি, কাঠের টুকরো, ভিজা খড়, পাতা, পিচ এবং শিল্প কারখানার উদ্বৃত্ত, নির্মাণসামগ্রী ইত্যাদি স্তুপ করে রাখা হয়। এ স্তুপের ** উপর দিয়ে বাতাস বাহিত হলে সেখান থেকে ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন হয়। এই নির্গমনের পরিমাণ নির্ভর করে স্তুপের উচ্চতা, এবং বাতাসে কতটুকু উন্মুক্ত, আর্দ্রতার পরিমাণ এবং কণার পরিমাণ ও প্রকৃতি, স্তুপের পৃষ্ঠের অসমতলতা এবং স্তুপের পুনরাবৃত্তির হার/ কতগুলো স্তুপ আছে তার উপর।

যেকোন মালিক বা চালক/ অপারেটর যিনি ধুলো উৎপাদক স্তুপীকরণ কাজের সাথে জড়িত, অস্থিতিশীল ধুলো/ ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ড্রপ হাইট কমানো- চালক এবং অপারেটর/ নিয়ন্ত্রক ট্রাকবেড, লোডার এবং খননকারী যন্ত্র থেকে ধীরগতিতে আনলোড করবে এবং স্ক্রীনিং সহ ড্রপ হাইট সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উচ্চতায় কমিয়ে আনবে।

এক্ষেত্রে (১) ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে কার্যকর না হলে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নের অন্তত একটি উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্রেসশন স্তুপে কাজ করার সময় এর উন্মুক্ত অংশে এবং অব্যবহিত অবস্থায় পুরো স্তুপে পানি ছিটাতে হবে। এই ছিটানো পানি যেকোনো পাবলিক জায়গায়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলপ্রবাহের খাতে ছিটানো জমা হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে।

২) কভার/ ঢাকনা □ স্তুপের কাজ বন্ধ থাকলে স্তুপীকৃত অঞ্চল কে ঢেকে রাখা এবং তা ভালোভাবে পরিচালনা করা।

৩) সারফেস রাফেনিং/পৃষ্ঠভাগ অসমতল করা □ স্তুপের কাজ না হলে কিংবা গাছপালা না লাগানো সম্ভব হলে স্তুপগুলো কে স্থির রাখা

৪) স্তুপের অবস্থান □ স্তুপের অবস্থান আবাসিক এলাকার পরিবেষ্টিত দেয়াল থেকে স্তুপের উচ্চতার ১০ গুণ দূরত্বে হতে হবে।

৫) বেষ্টনী- জোড়ে বাতাস হলে স্তুপ ছড়ানোর বন্ধ করতে স্তুপের ৩ দিকে স্তুপের উচ্চতার সমান বা বেশী উচ্চতার একটি বেড়া বা বেষ্টনী নির্মাণ করতে হবে।

৬.২.৪ রাস্তা ঝাড় দেওয়া

রাস্তা থেকে ধুলো, ময়লা সরিয়ে ফেলার এবং তা বৃষ্টির সাথে ড্রেন এ মিশে যাওয়ার অথবা বাতাসের সাথে উড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া।

কোন মালিক বা চালক/অপারেটর যিনি পাকা কিংবা কংক্রিট এর রাস্তা, পার্কিং লট, সাধারণ রাস্তা, ফুটপাথ, প্লাজা বা অন্যান্য শক্ত পৃষ্ঠ এবং ধুলো উৎপাদনকারী যেকোন উৎসের সাথে জড়িত তিনি অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্প্রেশন - ঝাড়ু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আক্রান্ত এলাকায় পানি হাঙ্কা ছিটাতে হবে অথবা কোন ওয়েটিং এজেন্ট ব্যবহার করতে হবে অথবা স্প্রে সিস্টেম যুক্ত পাওয়ার ব্রুম অথবা সুইপার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) ভ্যাকুয়াম সিস্টেম □ ভ্যাকুয়াম কালেকশন ও ফিল্ট্রেশন সিস্টেম যুক্ত পাওয়ার ব্রুম অথবা সুইপার ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬.২.৫ বহন করা/ ক্যারি আউট

কাদা, ধুলো এবং অন্যান্য ময়লা চক্রাকার কিংবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি বহনকারী গাড়ির সাহায্যে রাস্তা দিয়ে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে। এই বস্তুগুলো শুকিয়ে গেলে এগুলো বাতাসের সাথে কিংবা কোন যানবাহনের সাথে বায়ুবাহিত হয়ে পড়ে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং দৃষ্টির ক্ষেত্রে ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরী করতে পারে।

যেসব ব্যক্তির মালিক বা চালক/অপারেটর কাদা, ধুলো এবং অন্যান্য ময়লা চক্রাকার কিংবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি বহনকারী গাড়ির সাহায্যে রাস্তা দিয়ে সরিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে, তারা ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করবেন-

১) রেল, পাইপ, খাঁচা বা অন্য কোন সরানোর যন্ত্র স্থাপন

২) পাবলিক রাস্তা থেকে কমপক্ষে ৫০ ফিট দূরত্বে গ্রাভেল বেড ট্রাক আউট অ্যাপ্রন স্থাপন করা।

৩) স্টীল ক্যাটল গার্ড বা কংক্রিট ওয়াশ র্যাক এর সাথে গ্রাভেল বেড ট্রাক আউট অ্যাপ্রন স্থাপন করা।

৪) সাইটে পরিবহন ও ধোয়ার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা ও ব্যবহার করা

৫) পাবলিক রাস্তা কিংবা পথ থেকে ১০০ ফিট দূরত্বে বাঁধানো রাস্তা স্থাপন করা

৬) যন্ত্রপাতি, যানবাহনের চাকা, টায়ার, এবং আন্ডারক্যারেজ থেকে কাঁচা, ধুলো এবং অন্যান্য ময়লা ম্যানুয়ালি সরিয়ে ফেলা।

৬. ২. ৬ ভারী বস্তু পরিবহন

ভারী বস্তু যেমন ময়লা, বালি, পাথর, বালি, উচ্ছেদের অবশিষ্ট, নির্মাণ অঞ্চল ও সরবরাহ ও মজুদের জায়গার উচ্চিষ্টাংশ, ভিজা খড় ও পাতা ইত্যাদি সরানোর জন্য টানা ট্রাক (Haul truck) ব্যবহার করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে এই ট্রাকের ব্যবহার ধুলো নির্গমন করতে পারে যা রাস্তা, ফুটপাথ, বাইসাইকেল বা অন্যান্য যানবাহন চলার রাস্তায় জমা হয়ে নিরাপত্তার ঝুঁকি, দর্শনগত সমস্যা তৈরি করতে পারে।

শহরের ভিতর দিয়ে অথবা পাবলিক বা প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে যেসব যানবাহন এসব ভারী বস্তু পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয় তার মালিক বা চালক/অপারেটর এর অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধ করতে হবে। অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে মালিক বা চালক/অপারেটর- কে নিম্নলিখিত উপায় গ্রহণ করতে হবে-

১) লোড কভার করা/ঢেকে রাখা □ লোড পুরোপুরি ঢেকে রাখতে হবে অথবা এমনভাবে উন্মুক্ত করতে হবে যেন উড়ে যাওয়া, পড়ে যাওয়া, ফুটো দিয়ে পড়ে যাওয়া, স্থানান্তর বা অন্য কোন উপায়ে পরিবহন থেকে পড়ে না যায়।

২) ড্রপ হাইট কমানো- চালক এবং অপারেটর/নিয়ন্ত্রক ট্রাকবেড, লোডার এবং খননকারী যন্ত্র থেকে দীরগতিতে আনলোড করবে এবং স্ক্রীনিং সহ ড্রপ হাইট সম্ভাব্য সর্বনিম্ন উচ্চতায় কমিয়ে আনবে।

এক্ষেত্রে (১)- (২) ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে কার্যকর না হলে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নের অন্তত একটি উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্প্রেশন - পরিবহনের জন্য লোড করা ভারী বস্তুর উপরে প্রয়োজনমত পানি ছিটাতে হবে যেন তা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নিঃসরণ ও রাস্তার পাশে জমা না করে।

২) অন্যান্য প্রযুক্তি- বিনা পরিবহনে স্থানান্তর রোধের সমতুল্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যেমন লোডের সাইজ কমিয়ে ছড়ানো প্রতিরোধের জন্য অন্তত ৩ ইঞ্চি ফ্রিবোর্ড যুক্ত করতে হবে।

৬.২.৭ কাঁচা রাস্তা এবং সড়ক

ঘুরানো চাকা যখন কাঁচা রাস্তা দিয়ে যায় এবং কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হলে কাঁচা রাস্তা থেকে রাস্তার ধুলো বের হয় ও বাতাসে উড়ে। রাস্তার ধুলো হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতির সাথে অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা যেমন গাড়ি চালকের দেখায় বাধার সৃষ্টি করে।

নির্মাণ অঞ্চলে ৫ একরের বেশী কোনো কাঁচা রাস্তা যদি জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে তার মালিক বা চালক/অপারেটর এর অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে □

১) যানবাহনের গতি কমানো- যানবাহন দ্বারা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট পরিবহন কমাতে যানবাহনের জন্য সর্বোচ্চ গতিসীমা ঠিক করে দেওয়া কিংবা যানবাহনের গতি কে নিয়ন্ত্রণ করতে গতি কমানোর যন্ত্র স্থাপন করা।

২) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- অনুমোদিত ব্যক্তি ও যানবাহন ছাড়া এসব রাস্তা ব্যবহার সীমিত করা

এক্ষেত্রে (১)- (২) ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে কার্যকর না হলে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নের অন্তত একটি উপায় অবলম্বন করবেন-

১) ওয়েট সাপ্প্রেশন □ কাঁচা রাস্তার উপর প্রয়োজনমত এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পানি ছিটাতে হবে যেন তা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নিঃসরণ না করে

২) রাস্তা পাকা করা □ রাস্তার নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পাথর বা এজাতীয় পদার্থ রাস্তায় স্থাপন করতে হবে যেন রাস্তা থেকে ধুলো নিঃসরিত না হয় এবং যেসব এলাকায় ট্রাফিক বেশি সেখানে রাস্তা পাকা করা হবে।

৩) রাস্তার অবস্থান নির্ণয় করাঃ সাইটে যাওয়ার রাস্তা গুলো আবাসিক বা জনবহুল এলাকা থেকে দূরে করতে হবে।

৬.২.৮ পার্কিং লট

পার্কিং লট বলতে কাঁচা ও পাকা এলাকা বুঝানো হয় যেখানে গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন রপটিন অনুযায়ী রাখা হয়। পার্কিং লটের মধ্যে পড়ে শপিং মল, যেকোনো

বিনোদন এবং অনুষ্ঠানের জায়গা, অটোমোবাইল ও যানবাহন রাখার স্থান এবং পশুপালনের স্থান।

কাঁচা পার্কিং লট

দেড় একরের বেশী কাঁচা পার্কিং লটের মালিক বা চালক/অপারেটর অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন □

১) সারফেস ইম্প্রুভমেন্ট/রাস্তা পাকা করা □ রাস্তার নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পাথর বা এজাতীয় পদার্থ রাস্তায় স্থাপন করতে হবে যেন রাস্তা থেকে ধুলো নিঃসরিত না হয় এবং যেসব এলাকায় ট্রাফিক বেশি সেখানে রাস্তা পাকা করা হবে।

২) গাছপালা লাগানো- বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয় রোধে বা মাটি ধরে রাখার ভালো উপায় হল গাছপালা লাগানো।

৩) ওয়েট সাপ্প্রেশন □ প্রয়োজনমত এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পানি ছিটাতে হবে যেন তা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নিঃসরণ না করে।

৪) উইন্ড ব্যারিয়ার/বাতাসের দেয়াল □ ধুলোবালি ওড়া প্রতিরোধে বেড়া বা যেকোন ধরণের দেয়াল তৈরী করে দেওয়া।

৫) যানবাহনের গতি কমানো- যানবাহন দ্বারা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট পরিবহন কমাতে যানবাহনের জন্য সর্বোচ্চ গতিসীমা ঠিক করে দেওয়া কিংবা যানবাহনের গতি কে নিয়ন্ত্রণ করতে গতি কমানোর যন্ত্র স্থাপন করা।

৬) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় এবং এবং কাজের সময় জরুরী কাজে নিয়োজিত যানবাহন ছাড়া এসব পার্কিং লট ব্যবহার সীমিত করা।

পাকা পার্কিং লট

দেড় একরের বেশী পাকা পার্কিং লটের মালিক বা চালক/অপারেটর অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন □

১) মেইন্টেন্যান্স- ফাটল, গর্ত ইত্যাদি মেরামত করা ও পৃষ্ঠ উন্নত করা

২) যান্ত্রিক উপায়ে ঝাড়ু দেওয়াঃ ধুলো ও ময়লা সরাতে ভ্যাকুয়াম সুইপার/ঝাড়ু ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে হাল্কা পানির ছিটা দিতে হবে

৩) যানবাহনের গতি কমানো- যানবাহন দ্বারা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট পরিবহন কমাতে যানবাহনের জন্য সর্বোচ্চ গতিসীমা ঠিক করে দেওয়া কিংবা যানবাহনের গতি কে নিয়ন্ত্রণ করতে গতি কমানোর যন্ত্র স্থাপন করা।

৪) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় এবং এবং কাজের সময় জরুরী কাজে নিয়োজিত যানবাহন ছাড়া এসব পার্কিং লট ব্যবহার সীমিত করতে হবে।

৬.২.৯ উন্মুক্ত এলাকা এবং খালি জায়গা

যথেষ্ট পরিমাণে গাছপালা লাগানো থাকলে এবং মাটি অব্যবহৃত হলে উন্মুক্ত জায়গা গুলো সাধারণত বায়ুবাহিত ধুলো ওড়ার জন্য উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে না। যাই হোক, এসব উন্মুক্ত এলাকার মাটি ব্যবহৃত হয় সাধারণত পরিবহনের কারণে, হাইওয়ে ছাড়া যানবাহন পরিবহনে,

দেড় একরের বেশী উন্মুক্ত এলাকা এবং খালি জায়গার মালিক বা চালক/অপারেটর ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে উন্মুক্ত ব্যবহৃত মাটি থেকে অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন □

১) গাছপালা লাগানো- বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয় রোধে বা মাটি ধরে রাখার ভালো উপায় হল গাছপালা লাগানো।

২) কভার/ঢাকনা □ কাজ বন্ধ থাকলে উন্মুক্ত এলাকা কে ঢেকে রাখা এবং তা ভালোভাবে পরিচালনা করা।

৩) সারফেস রাফেনিং/পৃষ্ঠভাগ অসমতল করা □ উন্মুক্ত এলাকায় কাজ না হলে কিংবা গাছপালা না লাগানো সম্ভব হলে সেই এলাকাকে স্থির রাখা।

৪) মাটি ধরে রাখা- ব্যবহৃত বা উন্মুক্ত এলাকার মাটি ৩০ দিনের বেশি অব্যবহৃত অবস্থায় রাখা অথবা ভিজা পাতা, খড়, কম্পোস্ট, মাটির ম্যাট ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখা যেন সেখানে নতুন করে গাছপালা জন্মায়।

৫) ওয়েট সাপ্প্রেশন □ প্রয়োজনমত এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পানি ছিটাতে হবে যেন তা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নিঃসরণ না করে।

৬) উইন্ড ব্যারিয়ার/বাতাসের দেয়াল □ ধুলোবালি ওড়া প্রতিরোধে বেড়া বা যেকোন ধরণের দেয়াল তৈরী করে দেওয়া।

৬.২.১০ করাত দিয়ে কাটা কিংবা চূর্ণ

পিচ, কংক্রিট এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী কাটা এবং চূর্ণ অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হতে পারে ফলে ওই এলাকার কর্মী এবং লোকজন ক্রিস্টালাইন সিলিকার সংস্পর্শে আসে। সিলিকা শ্বাসের সাথে শরীরে গিয়ে ফুসফুসে সিলিকোসিস রোগ তৈরী করে এবং টিউবারকুলোসিস এবং ফুসফুসে ক্যান্সার তৈরীর জন্যও কাজ করে।

কোন ব্যক্তি, মালিক বা চালক/অপারেটর যিনি পিচ, কংক্রিট, ইট, টাইলস, পাথর, অথবা অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী কাটা ও চূর্ণ করার কাজে জড়িত অথবা যিনি ধুলো উৎপাদক কোন উৎস কিংবা কাজের সাথে জড়িত তাকে অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

১) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- যেখানে ধুলো নির্গমন হয়, সেই এলাকায় লোকজনের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করতে হবে।

২) উচ্চ গতির বাতাসের জন্য সীমাবদ্ধতা/হাই উইন্ড ব্যারিয়ার □ প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মিটার বা তার বেশি গতির বাতাসের ক্ষেত্রে যদি ধুলো ওড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।

৩) যন্ত্রপাতি এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা □ HEPA ফিল্ট্রেশন এর সাহায্যে ধোয়া, মোছা এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখা এবং পরিষ্কারের সময় যেন ধুলো না ওড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪) স্মারি পরিষ্কার- ধুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিষ্কারের জন্য যে পানি ব্যবহৃত হয় তা যেকোনো পাবলিক জায়গায়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলপ্রবাহের খাতে জমা হওয়া আটকানো, দমন শোষণ বা অন্য কোন উপায়ে স্মারি সরানো, স্মারি ও অন্যান্য দমনকারী বস্তু জমা হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে।

যদি (১)- (৪) ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে কার্যকর না হলে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নের অন্তত একটি উপায় অবলম্বন করবেন-

১) অন-টুল স্থানীয় নির্গমন - টুল- মাউন্টের মাধ্যমে ধুলো সংগ্রহ করা

২) অন-টুল ওয়েট সাপ্রেসশন □ টুল- মাউন্টের মাধ্যমে পানি ছিটানো।

৩) ভ্যাকুয়ামিং □ HEPA ফিল্টারে সংযুক্ত ভ্যাকুয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে কাটিং এবং গুড়ো করা

৪) ওয়েট সাপ্প্রেশন - কাটিং এবং গুড়ো করা কাজের মধ্যে স্প্রে এবং হোস ব্যবহার করা

৫) আবেষ্টনী/এনক্লোজার □ কাটিং এবং গুড়ো করার সময়ে এনক্লোজার যুক্ত ধুলো সংগ্রহ সিস্টেম অথবা কাটিং এবং গুড়ো করার জায়গার উপরে অস্থায়ী তাবু টাঙানো।

৬.২.১১ এব্রাসিভ ব্লাস্টিং

অসমতল পৃষ্ঠ সমতলের কাজে, সমতল পৃষ্ঠ অসমতলের কাজে এবং রঙ, ময়লা, গ্রীজ ও অন্যান্য আবরণ সরানোর কাজে এব্রাসিভ ব্লাস্টিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত বালি; কাঁচ, প্লাস্টিক ও ধাতব গুটি; অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড; ভুট্টার ছাল; বা অন্যান্য পদার্থ এব্রাসিভ ব্লাস্টিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই এব্রাসিভ ব্লাস্টিং নিয়ন্ত্রিত উপায়ে ব্যবহার করা না হলে তা অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট উৎপাদন করতে পারে। এব্রাসিভ ব্লাস্টিং দ্বারা যে পদার্থ ব্লাস্টিং এর মাধ্যমে সরানো হয় তাতে সিলিকা, লেড, ক্যাডমিয়াম বা অন্যান্য উপজাত পদার্থ থাকতে পারে যা বাতাসের মাধ্যমে বাহিত হতে পারে।

কোন ব্যক্তি, মালিক বা চালক/অপারেটর যিনি অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে ধুলো নির্গমনকারী এবং সঞ্চালনকারী অনাবাসিক এবং আবাসিক এব্রাসিভ ব্লাস্টিং করেন এবং ময়লা উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত, তিনি অস্থিতিশীল ধুলো/ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন -

১) প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করা- যেখানে ধুলো নির্গমন হয়, সেই এলাকায় লোকজনের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করতে হবে।

২) উচ্চ গতির বাতাসের জন্য সীমাবদ্ধতা/ হাই উইন্ড ব্যারিয়ার □ প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মিটার বা তার বেশি গতির বাতাসের ক্ষেত্রে যদি ধুলো ওড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে কাজ বন্ধ করে দিতে হবে।

৩) যন্ত্রপাতি এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা □ High Efficiency Particulate Air (HEPA) ফিল্ট্রেশন এর সাহায্যে ধোয়া, মোছা এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার রাখা এবং পরিষ্কারের সময় যেন ধুলো না ওড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪) স্মারি পরিষ্কার- ধুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিষ্কারের জন্য যে পানি ব্যবহৃত হয় তা যেকোনো পাবলিক জায়গায়, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও অন্যান্য জলপ্রবাহের খাতে জমা হওয়া আটকানো, দমন শোষণ বা অন্য কোন উপায়ে স্মারি সরানো, স্মারি ও অন্যান্য দমনকারী বস্তু জমা হওয়া প্রতিরোধ করতে হবে।

যদি (১)- (৪) ফিউজিটিভ ডাস্ট নির্গমন ও প্রবাহ প্রতিরোধে কার্যকর না হলে ব্যক্তি, মালিক বা চালক/ অপারেটর নিম্নের অন্তত একটি উপায় অবলম্বন করবেন-

১) আবেষ্টনী/এনক্লোজার □ কাটিং এবং গুড়ো করার সময়ে এনক্লোজার যুক্ত ধুলো সংগ্রহ সিস্টেম অথবা কাটিং এবং গুড়ো করার জায়গার উপরে অস্থায়ী তাবু টাঙানো।

২) ওয়েট সাপ্প্রেশন ব্লাস্টিং □ ব্লাস্টিং এর সময় এব্রাসিভ মিডিয়া বা বাতাসের সাথে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) ভ্যাকুয়াম ব্লাস্টিং □ ধুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য ঋণাত্মক বায়ুচাপ যুক্ত নজেল ব্যবহার করে বায়ু- ভিত্তিক ব্লাস্টিং করা

৪) এব্রাসিভ মিডিয়া □ কম বিষাক্ত ও কম পরিমাণে ধুলো উৎপাদনকারী ব্লাস্টিং মিডিয়া নির্বাচন করা।

সূত্র/ রেফারেন্স

1. Control measures

<http://www.valleyair.org/busind/comply/pm10/forms/RegVIICAB.pdf>

2. Dust prevention and control manual

<https://www.fcgov.com/airquality/pdf/dust-prevention-and-control-manual.pdf>

তফসিল ৭ : তালিকাভুক্ত কার্যক্রমসমূহ (ধারা ৮)

- ১) ইট ভাটা
- ২) সার, সিমেন্ট, ট্যানারী, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ, ফার্মাসিউটিক্যালস, সিরামিক উৎপাদন ও পরিশোধন কারী কারখানা সমূহ
- ৩) শিপ ব্রেকিং, স্টীল মিল, ফাউন্ড্রি, এবং স্টীল রী-রোলিং
- ৪) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাটা এবং অন্যান্য জায়গায় কয়লা উৎপাদন ও পুড়ানো
- ৫) নির্মাণ কাজ
- ৬) লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইকেলিং প্ল্যান্ট
- ৭) টায়ার পাইরোলাইসিস প্ল্যান্ট
- ৮) অকার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (মিউনিসিপ্যাল, চিকিৎসাকেন্দ্র, কাঁচাবাজার এবং পয়ঃনিষ্কাশন)
- ৯) পাটকাঠি থেকে চারকোল গুঁড়া উৎপাদন
- ১০) ডিজেলচালিত যানবাহনের কালো ধোঁয়া
- ১১) বালু উত্তোলন ও বহন
- ১২) পাথর ভাঙ্গা
- ১৩) অকার্যকর রান্নার চুলা ব্যবহার
- ১৪) খোলা জায়গায় ময়লা ও টায়ার পুড়ানো
- ১৫) মোবাইল টাওয়ার থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গমন ও নিঃসরণ
- ১৬) এয়ার কন্ডিশনার ও ফ্রিজ থেকে ODS নির্গমন ও নিঃসরণ
- ১৭) পাবলিক প্লেসে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ধূমপান
- ১৮) রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহার
- ১৯) অটো-রাইস মিলে চাল প্রক্রিয়াজাতকরণ
- ২০) বন ও গাছপালা কেটে উজাড়করণ

